প্রত্যয়

Pratyay

प्रत्यय

State Council of Educational Research & Training (WB)

25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019

Pratyay

প্রত্যয়

Volume - 1 MARCH, 2006 No - 2

State Council of Educational Research & Training (WB)
25/3, Ballygunge Circular Road,
Kolkata - 700 019

Pratyay

A journal published by SCERT (WB) for National Population Education Project of NCERT.

Editor : Dr. Rathindranath De
Director, SCERT (WB)

Assistant Editors : Sri Hirak Kumar Barik
Dr. Urmi Chakraborty
Smt. Anasuya Ray Chaudhuri
Smt. Sridebi Dasgupta

Cover Design : Smt. Sridebi Dasgupta

Published by : Director
State Council of Educational Research & Training (WB)
25/3, Ballygunge Circular Road
Kolkata - 700 019

Printed by : Naba Bharati Prakashani
6-B, Ramanath Majumder Street
Kolkata - 700 009

CONTENTS

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

1.	Sri Ashok Bhattacharya	MIC, Urban Development and Municipal Affairs, Govt. of West Bengal
2.	Prof. Prasanta Roy	Former Head of the Department, Sociology, Presidency College, Kolkata. At present, visiting professor at Institute of Developmental Studies, Kolkata.
3.	Prof. Amit Bhattacharya	Lecturer in English, Siliguri College
4.	Dr. Urmi Chakraborty	Research Fellow (Gr.- II) in Psychology, SCERT (WB)

EDITORIAL

The State Council of Educational Research & Training (West Bengal) takes pleasure in publishing the second issue of 'Pratyay' as part of its National Population Education Project activities. Like the first issue of 'Pratyay', the second one also brings together write-ups in Bengali and English on different aspects of Population Education.

Shri Ashok Bhattacharyya, Hon'ble MIC, Urban Development & Municipal Affairs, Government of West Bengal, has kindly allowed SCERT (WB) to reprint his article published earlier in a leading daily. In the article, Shri Bhattacharyya has elaborated on the approach of urbanization based on rural development adopted in West Bengal. He has also discussed ways of planned urbanization that would maintain a balance between urban and rural areas.

Prof. Prasanta Roy, former Head of the Department (Sociology), Presidency College, has highlighted the significance of family in a society. His write-up elaborates on the changes in the family structure that have taken place over the years keeping pace with changes in the society.

Shri Amit Bhattacharya, Lecturer in English, Siliguri College in his article titled 'Constrictive Culture/Construtive Identity : The Dialogic of Kamala Das' Poetry', has minutely analysed the question of identity in terms of individuality, gender, age, colour, ethnicity and culture - as it arises in the poems of Kamala Das.

Dr. Urmi Chakraborty, Research Fellow in Psychology at SCERT (WB), has analysed the feedback received from the schools and Madrasahs during celebration of Population Education Week (11-17 July 2005) organised by SCERT (WB) in the state and has presented them in her write-up. The responses show the comparative popularity of different cocurricular activities in respect of Population Education.

This journal also contains the Newsletter, which is an account of NPEP and other activities of SCERT (WB) during 2005-06.

We would like to mention here that the views expressed by the writers are exclusively theirs and SCERT (WB) is in no way responsible for them.

We are sure that this issue of 'Pratyay' would be appreciated by its readers. Opinions of the readers would be welcome, as they would help us to maintain our standard.

Dr. Rathindranath De
Director, SCERT (WB)

Dated : Kolkata, March the 31st, 2006

"When I was a child I had the freedom to make my own toys of trifles and create my own games from imagination. In my happiness my playmates had their full share; in fact the complete enjoyment of my games depended upon their taking part in them. One day, in this paradise of our childhood, entered a temptation from the market world of the adult. A toy bought from an English shop was given to one of our companions; it was perfect, big and wonderfully life-like. He became proud of the toy and less mindful of the game; he kept that expensive thing carefully away from us, glorying in his exclusive possession of it, feeling himself superior to his playmates whose toys were cheap. I am sure if he could have used the modern language of history he would have said that he was more civilised than ourselves to the extent of his owning that ridiculously perfect toy. One thing he failed to realise in his excitement — a fact which at the moment seemed to him insignificant — that this temptation obscured something a great deal more perfect than his toy, the revelation of the perfect child. The toy merely expressed his wealth, but not the child's creative spirit, not the child's generous joy in his play, his open invitation to all who were his compeers to his play-world".

From Civilisation and Progress by Rabindranath Tagore

গ্রামোন্নয়নকে ভিত্তি করে নগরায়ন ঃ পশ্চিমবঙ্গের একটি অভিজ্ঞতা

শ্রী অশোক ভট্টাচার্য

বিশ্বজুড়ে নগরায়নের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত হারে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে কেন্দ্র করে। বহু গ্রামীণ এলাকা পরিণত হচ্ছে ছোট বা মাঝারি শহরে। আবার বড় বড় মেট্রোপলিটন শহরগুলির মূল এলাকায় জমির দাম বেড়ে যাওয়ায় বা জমির পরিমাণ কমে যাওয়ায় শহরের আশেপাশের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে অপরিকল্পিত ভাবে নগরায়ন হচ্ছে। এই সমস্ত এলাকাগুলি প্রশাসনিক ভাবে থেকে যাচ্ছে গ্রামীণ, অথচ চরিত্রের দিকে শহর। নগরায়নের সংজ্ঞায় বলে ৫০ শতাংশের বেশী মানুষ যদি অকৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকে তবে তা পরিণত হয়ে যায় শহরে। অথচ সরকারি ভাবে এইরকম শহরগুলি কিন্তু স্বীকৃত নয়। এরা প্রশাসনিক ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনেই থাকে। এরকম অনেক অঞ্চল বিভিন্ন রাজ্যে আস্তে আস্তে পৌরসভায় পরিণত করা হচ্ছে। আবার অনেকগুলি এলাকা থেকে যায় গ্রাম পঞ্চায়েতেই। অথচ এগুলি জনগণনার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করে Non-Municipal Urban Area হিসাবে। আমাদের দেশে বর্তমানে নগরায়নের হার ২৭ শতাংশ। নগরায়ন এই শতাব্দীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, বিশেষ করে মানব উন্নয়ন সূচকের মধ্য আয়ের নিরিখের দেশগুলিতে। ২০০৩ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে এই সমস্ত দেশগুলিতে ২০০১ সালে শহরে বসবাসকারি মানুষের সংখ্যা ছিল গড়ে ২৮.১ শতাংশ। আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৪৯.৪ শতাংশে, অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ। এমনকি যে সমস্ত দেশ নিম্ন আয়ভুক্ত সেই সমস্ত দেশের ২০০১ সালে ১৯.১ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালে ৩৯.৭ শতাংশ গিয়ে দাঁড়াবে শহুরে মানুষের হার। একথা সত্য মধ্য আয় বা নিম্ন আয়ভুক্ত দেশগুলিতে শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার বড় কারণ গ্রামীণ এলাকার বাড়তি জনসংখ্যার শহরের দিকে অভিবাসন। এই অভিবাসন বা Migration হয় কর্মসংস্থানের আশায়। আসল কথা গ্রামীণ এলাকায় কৃষি জমির ওপর অতিরিক্ত চাপের ফলে কৃষি পরিবারগুলির আয় কমতে থাকে। তাদের ধারণা হয় শহরের দিকে আসতে পারলেই কোনও না কোন ভাবে রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। উন্নত দেশগুলিতে এটা যতটা সম্ভব হয় উন্নয়নশীল দেশে ততটা সম্ভব হয় না। ফলে এই বাড়তি অভিবাসিত মানুষের বড় অংশই নিযুক্ত হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে বা informal sector -এ। শহরের বিভিন্ন কার্য্যস্থল বা শিল্প কলকারখানা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিকটস্থলে বসবাসের প্রবণতা তৈরী হয়। ফলে সৃষ্টি হয় বহু নতুন নতুন বসবাসের এলাকা। এমন সমস্ত জমিতে এই বসবাসের ব্যবস্থা হয় যা মোটেই বসবাসের উপযোগী নয়। এই মানুষেরা বসবাস করতে বাধ্য হয় দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে। ইংরেজীতে এগুলিকেই বলে Urban Sprawl। এরই সাথে আর একটি সমস্যা দেখা দেয়। ইংরেজীতে যাকে বলে Push and Pull Factor। একদল মানুষ যেমন বাইরে থেকে আসে, তেমনি আর একদল মানুষ শহর থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় শহরের আশেপাশে। ইংরেজীতে যাকে বলে Fringe বা Peripheral area । শহরের আশেপাশের জমির দামও থাকে তুলনায় সস্তা। উন্নয়নশীল দেশসমূহের কাছে এই অপরিকল্পিত নগরায়নই একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যা অনেকটা কমতে পারে যদি গ্রামীণ উন্নয়ন ও নগরোন্নয়নের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকে। গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যদি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যদি ভূমিসংস্কার করা হয় এবং গ্রামে বিভিন্ন ধরনের অ-কৃষিক্ষেত্রে রোজগারের সৃষ্টি করা যায়, তবে গ্রাম থেকে শহরে আসবার প্রবণতাকে কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি দেশের অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে সেই দেশের মোট গার্হস্থ্য উৎপাদনের (GDP) কতটা কম কৃষিক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল। দেখা যায় যত বেশী উন্নত দেশ তত বেশী কৃষি নির্ভরতা কম। যত দরিদ্র দেশ তত মোট গার্হস্থ্য উৎপাদনের অধিকাংশই আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। দেখা যায় যখনই কোনও দেশের অর্থনীতির উন্নতি ঘটে তখনই কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমশক্তির পরিমাণ কমতে থাকে। বাড়তে থাকে অ-কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির হার।

একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশগুলিতে গড়ে ৩ শতাংশ মাত্র শ্রমশক্তি কৃষির ওপর নির্ভরশীল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি)। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শ্রমশক্তির কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা অনেক বেশি, গড়ে ২৯%। উন্নয়নশীল দেশে যারা গ্রামে বসবাস করে তার ৪৭ শতাংশ মানুষের আয় নির্ভরশীল কৃষির ওপর। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই হার ১২%। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে আছে ভারত, ব্রাজিল, চীন, মিশর প্রভৃতি।

সুতরাং কোনও দেশই দীর্ঘদিন কৃষির ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সাথে মূল্য যুক্ত যেমন করতে হবে, তেমনি কৃষি ক্ষেত্রেরও বৈচিত্র্যকরণ করতে হবে। কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে নানা ধরনের শিল্পও। আমাদের দেশের জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে এক খন্ড কৃষিজমির ওপর চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ আমাদের দেশের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১৫৩ কোটি। ২০৩০ সালে মোট শহুরে জনসংখ্যা হবে ৫৮.৬০ কোটি যা মোট জনসংখ্যার ৪১.৪% আর ২০৫০ সালের শহুরে জনসংখ্যা হবে ১১৪ কোটি। এই বাড়তি জনসংখ্যাকে স্থান করে দিতে প্রয়োজন হবে আমাদের দেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার ৩.৫ শতাংশ অতিরিক্ত এলাকার। অন্যদিকে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার মাত্র ১০% মানুষ নির্ভরশীল থাকবে কৃষির ওপর, বাকি ৯০ শতাংশ মানুষকে নির্ভর করতে হবে অকৃষিক্ষেত্রে। অন্যদিকে এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ নগরায়িত হয়ে যাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও পরিকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের। এই যে বিপুল সংখ্যক বাড়তি জনসংখ্যা দেখা দেবে শহরাঞ্চলে এদের বসবাসের ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরের জমির সরবরাহের পরিমাণ যেমন কমতে থাকবে তেমনি বাড়তে থাকবে দামও। অনেক মানুষ ধাবিত হবে শহরের আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে। এমনকি বহু কৃষিযোগ্য জমিও পরিণত হবে বসবাসের স্থান হিসেবে। বছরের পর বছর এরকমই হয়ে আসছে - যা আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে। ১৯৮৯-৯০ সালে আমেদাবাদের Space Application Centre-এর এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় প্রতি বছর মুম্বাই, আহমেদাবাদ ও কলকাতা শহরের নগরায়নের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে যথাক্রমে ১৬, ১২ ও ৯ বর্গ কিমি হিসেবে।

একটা প্রশ্ন ইদানিং শোনা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যে কৃষি জমি সরকার অধিগ্রহণ করে শহর তৈরী করছে। অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে এই যে নগরায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে যেন সবটাই কৃষকদের কাছ থেকে সরকার জমি অধিগ্রহণ করে করছে। গত কয়েক বছরে শিল্পের জন্যে সরকার জমি নিয়েছে ১৩,৫০০ একর। বাকি জমি শিল্পের মালিকরা নিজেরাই খরিদ করে নিয়েছে চাষীদের কাছে থেকে। উপনগরী তৈরী করতে সবচেয়ে বেশী জমি নেওয়া হয়েছে রাজারহাটের নিউ টাউনের জন্যে। প্রায় ১৫,০০০ একর। এছাড়া পশ্চিম হাওড়ায় ৩৯০ একর জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকে। যার মধ্যে ৭৬ একর জমি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা থেকে পাওয়া গেছে। শিলিগুড়ির একটি পরিত্যক্ত অকৃষি জমি সরকার অধিগ্রহণ করছে। যার পরিমান ৫০০ একর হবে। ডানকুনিতে প্রস্তাবিত উপনগরী প্রথমে স্থির হয়েছিল ৩০ হাজার একর জমিতে হবে। বর্তমানে তা কমিয়ে করা হয়েছে ৪৮০০ একর। যার মধ্যে শিল্পের জন্যে থাকছে ৮০০ একর। বলাবাহুল্য এই জমি কৃষি জমি নয়। হোগলা চাষ হয় বা নিচু জমি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক এলাকার মাত্র ৩.৭০% এলাকা জুড়ে আছে শহর এলাকা। ৮ কোটি মানুষের ২৮ শতাংশ মানুষ বসবাস করে শহর এলাকায়। আর আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ এলাকা রয়েছে বাকি ৯৭ শতাংশ ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে। এই গ্রামীণ এলাকার সব জমি কিন্তু কৃষি জমি নয়। এর হার ৬৪ শতাংশ। ১৪ শতাংশ জমি আছে যেখানে বসবাসস্থল গড়ে উঠেছে বা পতিত হয়ে আছে। এই পতিত জমি যেগুলি কৃষির উপযোগী নয়, তা যদি কোনও বড় বড় শহরের আশেপাশে হয় তা হলে তা চলে যাচ্ছে বা যাবার উপক্রম হয়েছে একদল জমির দালাল বা অসাধু প্রোমোটারদের হাতে।

রাজ্য সরকার এই কারণে কলকাতা বা অন্যান্য অনেকগুলি শহর বা তৎ সংলগ্ন এলাকা চিহ্নিত করে টাউন এন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রজ্ঞাপিত করে জমির বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যবহারের মানচিত্র তৈরী করেছে। এই ভবিষ্যতের মানচিত্রেই

চিহ্নিত করে রাখা হচ্ছে কোন জমি কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারবে। যেমন পূর্ব কলকাতায় বিস্তির্ণ জমি চিহ্নিত ও সংরক্ষিত করা হয়েছে Wet Land বা জলাভূমি হিসেবে। অনেক অঞ্চলকে দেখানো আছে Buffer Zone হিসেবে। চিহ্নিত করা হচ্ছে উচ্চফলনশীল কৃষি জমিকেও।

পশ্চিমবঙ্গের নগরোন্নয়ন বা নগরায়নের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গী আছে যার সাথে অনেক রাজ্যের সাথে আছে বেশ কিছুটা অমিল। আমাদের দেশের সব রাজ্যেই দেখা যাচ্ছে গ্রাম থেকে বড় বড় মহানগরকে কেন্দ্র করে শহরে আসবার প্রবণতা। এভাবেই শহুরে মানুষের সংখ্যা এই সমস্ত রাজ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন মুম্বাই, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর ইত্যাদি শহরে বাৎসরিক জনস্ফীতি ঘটছে যথাক্রমে ২.৯%, ৫.১% ও ৩.৭% হারে। অথচ কলকাতায় এই বৃদ্ধির হার কিন্তু অনেক কম। মাত্র ১.৯ শতাংশ। বরং নগরায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে কলকাতার বাইরে বেশী হারে। আবার বহু নতুন নতুন গ্রাম বা গঞ্জ ছোট ছোট শহরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কারণ গ্রামে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার ফলে নিকটবর্তী গ্রামগুলিতেই তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এই কেনাবেচার মধ্য দিয়ে এই সমস্ত এলাকাগুলিতে অধিকাংশ মানুষ অকৃষি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। ২০০১ সালের জনগণনার একটি হিসেব থেকে দেখা যায় সারা দেশে মোট শহরের সংখ্যা ৫১৬১টি। তার মধ্যে বিধিবব্ধ বা পৌরসভা ৩৭৯৯টি। সেন্সাস শহর বা Non Municipal Urban এলাকা ১৩৬২টি। অর্থাৎ ২৬.৪ শতাংশ শহর হলো এই অংশের। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ সালে মোট শহর ছিল ৩৭৫টি। যার মধ্যে বিধিবব্ধ বা পৌরসভা ১২৩টি, বাকি ২৫২টি অর্থাৎ ৬৭.২% শহরই Non Municipal Urban এলাকা। এই ধরনের অ-বিধিবব্ধ শহরের হার পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তামিলনাডুতে যথাক্রমে ১১.৫%, ৯.১৪%, ৩৩.৬%, ১৬.৩%, ১৩.৩%।

পশ্চিমবঙ্গে কেন এই ধরনের শহরগুলির সংখ্যা বেশী? তার মূল কারণ এ রাজ্যের ভূমি সংস্কার এবং বিকেন্দ্রীকরণের নীতি। এই যে এতগুলি হবু পৌর শহর তা কিন্তু গড়ে উঠেছে স্বাভাবিক নিয়মে। সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ না করে। গত ২৮ বছরে এ রাজ্যে নতুন পৌরসভা গঠিত হয়েছে ৩৫টি। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন পৌরসভা গঠনের প্রয়োজন হতে পারে।

অ-বিধিবব্ধ এলাকার মানুষদের প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব নয় শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। কারণ এদের অধিকাংশ মানুষ নির্ভরশীল অ-কৃষি ক্ষেত্রে বা Non farm sector-এ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি এই কারণেই ভিসন-২০২০তে উল্লেখ করেছেন এক নতুন লক্ষ্যের। যার নাম PURA অর্থাৎ Providing Urban amenities in Rural areas.

আমাদের রাজ্যের নগরোন্নয়নের নীতির একটি বিশেষ দিক হলো শহর ও গ্রামের মধ্যে ভারসাম্য রেখে নগরায়ন। কিন্তু নগরায়ন অবশ্যম্ভাবী। সিদ্ধান্ত করে নগরায়নকে রোখা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হচ্ছে নগরায়ণ কি হবে পরিকল্পিত ভাবে না অপরিকল্পিত ভাবে?

আমাদের রাজ্যের নগরায়নের সৃষ্টি হচ্ছে ভূমিসংস্কার ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। এই দুই উদ্যোগ সৃষ্টি করেছে শিল্পায়নের এক নতুন সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতেই কৃষি উন্নয়ন - শিল্পায়ন - নগরায়ন চলছে হাত ধরাধরি করে।

নগরকে কেন্দ্র করেই থাকে একটি দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। সরকারের রাজস্বের অধিকাংশই আসে নগর বা শহর থেকে। ১৯৯১ সালের একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে সেই সময় মোট GDP তে মাথাপিছু আয় গ্রামের ক্ষেত্রে ছিল ২৯৯৭ টাকা। অথচ শহরের ক্ষেত্রে ছিল ১০,৮৪৪ টাকা। ২০০১ সালে তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৮৯৩ টাকা ও ২৪,৮৬৭ টাকা।

গত শতাব্দীর নগরায়ন ছিল মূলতঃ ইউরোপের উন্নত দেশগুলিকে কেন্দ্র করে। ইউরোপের বা আমেরিকার নগরায়ন হয়েছিল শিল্পায়নকে ভিত্তি করে। এই সমস্ত শিল্পগুলি ছিল মূলতঃ শ্রম নিবিড়। তাতে নিযুক্ত হতো প্রচুর সংখ্যক শ্রমশক্তি। গ্রাম থেকে বহু মানুষ কৃষি ছেড়ে নিযুক্ত হয়েছিল এই সমস্ত শিল্প ও কলকারখানায়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই শুরু হয় ইউরোপের এরকম অনেক শহরের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে declination বা অবক্ষয়। বিশেষ করে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ নীতির

প্রভাব পড়ে এই সমস্ত শিল্প ও কলকারখানার ক্ষেত্রে। অনেক কলকারখানা রুগ্ণ হয়ে যায়। অনেকগুলি হয়ে যায় বন্ধ। অনেকগুলিতে কর্মী সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। এর ফলে এক উল্টো চিত্র দেখা দেয়। অর্থাৎ শহরের বহু মানুষ শহর ছেড়ে চলে যেতে থাকে শহর থেকে অনেকটা দূরে অন্য রুজি রোজগারের আশায়।

এমনই দুটি শহরে আমার ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছিল সম্প্রতি। এই দুটি শহরের একটি হলো ইংল্যান্ডের লিভারপুল। অন্যটি উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেলফাষ্ট। এক সময়ে এই দুটি শহরই ছিল ইউরোপের অর্থনীতির ক্ষেত্রে খুব উজ্জ্বল শহর। এই শহরগুলির নদী বন্দর, জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র, সুতো তৈরীর কারখানা ছিল জগৎ বিখ্যাত। হাজার হাজার মানুষ সেখানে কাজ করতো। আস্তে আস্তে সেগুলি রুগ্ন বা বন্ধ হতে শুরু করল। বহু মানুষ কর্মহারা হলো। শহরের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতি হতে শুরু করল স্তিমিত। শহরের বহু বসবাসের এলাকা বা বাণিজ্যিক এলাকা হয়ে উঠল অপেক্ষাকৃত কম মানুষের বসবাসে। এক সময় এই দুটি শহরের বেকারিত্বের হার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৫-২০ শতাংশ। গত কয়েক বছর ধরে দুটি শহরের পুনরুজ্জীবনের এক পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়েছে। কয়েক হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। বলাবাহুল্য এই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কোনও Manufacturing Sector-এ নয়। Service Sector-এ ঘটেছে এই কর্মসংস্থান। অর্থাৎ পর্যটন, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, আবাসন, তথ্য ও প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে। খুব পরিকল্পিত ভাবে তারা পরিত্যক্ত ডক বা বন্দরের জমিগুলিকে মুক্ত করে তাকে কাজে লাগাল। এর মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল অসংখ্য হোটেল, রেস্টুরেন্ট, আবাসন, মল ইত্যাদি।

এই অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে কোনও শহর সচল থাকতে পারে না শুধুমাত্র পরিকাঠামো ও পরিষেবার মান উন্নত করে। শহরকে সচল করতে প্রয়োজন তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। শহরগুলিই হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চালিকা শক্তি (Generator of economic momentum)। যে কোনও শহরের ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন (Vision) তাতে শহরের উন্নয়নকে স্থায়ী রূপ দিতে থাকবে অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিকাঠামো ও পরিবেশগত বিষয়। শহরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে শহরকে হতে হবে আরও উৎপাদনমুখী। সেখানে থাকবে আরও বেশী কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ বা সম্ভাবনা। শহর পরিচালন ব্যবস্থাকেও হতে হবে আরও দক্ষ ও নিপুণ। জমির সরবরাহকে বৃদ্ধি করতে হবে যাতে জমির দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে।

আমাদের রাজ্যে পরিকল্পিত নগরায়নের এক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা সহ আরও কতগুলি শহরতলী এলাকায় আগামী ২৫ বছরের জন্যে এক ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে। এই রূপরেখা শহর ও গ্রাম এলাকার মধ্যে ভারসাম্য রেখে উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরী করছে। এই রূপরেখায় নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে নগরায়ন ও শিল্পায়নের গতি প্রকৃতি।

নগরায়ন হয় অনেক ক্ষেত্রে শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে। যেমন দুর্গাপুর বা জামশেদপুর প্রথমে হয়েছিল শিল্প শহর। কিন্তু আস্তে আস্তে শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে নগরায়ন। মানুষের বসবাসস্থল ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশের এলাকায়। আবার কোনও রেলষ্টেশন, যোগাযোগ কেন্দ্র, পর্যটন কেন্দ্র, ধর্মীয় স্থানকে কেন্দ্র করেও নগরায়ন হতে পারে। শিল্প কিন্তু যেকোনও স্থানে হতে পারে না। শিল্প তৈরী করার জন্য কতগুলি উপাদান চাই। আশেপাশে তা আছে কিনা তা দেখেই পুঁজি বিনিয়োগ করতে চাইবে শিল্পপতিরা। অনেক সময় দেখা যায় নদী বা সমুদ্র বন্দর বা মাল রপ্তানি-আমদানির মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নগরায়ন।

একবিংশ শতাব্দীতে নগরায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে পরিষেবা বা Service Sector এর। এখন কোনও শিল্প হলে আগের মত তা আর শ্রম নিবিড় হয় না। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিও হয় কম। কিন্তু Service Sector এ কর্মসংস্থান হচ্ছে অনেক বেশী পরিমাণে। পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে একদিকে ভূমি সংস্কার ও অন্যদিকে কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির

মধ্য দিয়ে একটি বড় অংশের মানুষের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ এসেছে। এই অর্থ দিয়ে কেনাবেচা চলছে। এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে অনেক বাজার দোকানপাট। একটু বড় শহরে গড়ে উঠেছে বড় বড় মার্কেট কমপ্লেক্স, মাল্টিপ্লেক্স, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিনোদন কেন্দ্র। সর্বোপরি বড় বড় উন্নত মানের আবাসন। এসবকে কেন্দ্র করে এরাজ্যে সাধারণ মানুষের আয়ের উৎস প্রাথমিক ক্ষেত্র তথা কৃষি ক্ষেত্রের থেকে, পরিষেবা ক্ষেত্র বা সার্ভিস সেক্টর কেন্দ্রীক হয়ে পড়েছে। এগিয়ে আসছে মাধ্যমিক ক্ষেত্র বা উৎপাদনভিত্তিক শিল্প ক্ষেত্রও।

এভাবেই নতুন নতুন গ্রাম পরিণত হচ্ছে আধা শহরে, পরবর্তীতে শহরে। এভাবেই এরাজ্যে নগরায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে জাতীয় হারের থেকে বেশী হারে। তবে তা অবশ্যই বড় শহরকে কেন্দ্র করে নয়, তার বাইরে, বিকেন্দ্রীকৃত ভাবে।

গণশক্তি পত্রিকায় ০৭-১২-০৫ ও ০৮-১২-০৫ এ প্রকাশিত ও মাননীয় মন্ত্রীর অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

পরিবার প্রসঙ্গে

অধ্যাপক প্রশান্ত রায়

আমরা সবাই জানি সমাজের নানা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির মধ্যে পরিবার অন্যতম। তাই সমাজের গুণমান অনেকাংশ পরিবারের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। তবে পরিবারও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রভাবেই তার ভূমিকা পালন করে। পরিবার ও সমাজের অন্যাংশের সম্পর্ক, এই আলোচনার বিষয়বস্তু।

আপাতদৃষ্টিতে পরিবার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির গোষ্ঠী। কিন্তু রক্তের সম্পর্কে ও বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ অন্য মানুষও পরিবারের সদস্য হতে পারেন। অনেক জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে পরিবার যে রকম হয়, তেমনি মা ও পুত্র-কন্যা নিয়ে পরিবারও দেখা যায়। পরিবারের অভিন্ন আকার বলতে কিছু নেই। পরিবারের বিবর্তনের ইতিহাস তাই বলে। শুধু নানা সম্পর্কের ব্যক্তি নিয়েই পরিবারের গঠন একথা বলা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। নানাধরণের দায়-দায়িত্ব ও অধিকারের সমন্বয় পরিবার জীবনের অঙ্গ। শিশুকে মানুষ করা পিতা-মাতার বা বয়স্কজনের দায়িত্ব। তেমনি বৃদ্ধ পিতা-মাতা পরিজনকে দেখা বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের দায়িত্ব। অবস্থানের তারতম্যের জন্য পরিবারের সদস্যদের অধিকারে ভিন্নতা আছে। সনাতন সামাজিক কাঠামোতে, বিশেষত যৌথ পরিবার যেখানে পরিবারের প্রধান আকার, সেখানে দায়িত্বের পরিসর বৃহৎ। জাতিগোষ্ঠী তার আওতায় পড়ে। সব দায়িত্ব অধিকার বেশীর ভাগ সমাজের ক্ষেত্রে অলিখিত প্রথাসিদ্ধ। চীনদেশের সংবিধানে অবশ্য তা অনুশাসনের বিষয়বস্তু। দায়িত্ববোধ পরিবারের সদস্য ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে ছাপিয়ে বৃহত্তর সমাজের প্রতিও। সন্তানকে সুনাগরিক করা পরিবারের অলিখিত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় কাজ করার যোগ্যতা সৃষ্টিকারী শিক্ষা ও মানসিকতা পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা কনিষ্ঠদের দেন।

শিশুকে সমাজোপযুক্ত পূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত করা পিতামাতা ও বয়স্ক পরিজনদের কর্তব্য। প্রাত্যহিক জীবন যাপন, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা, সমাজের নানা কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য যাবতীয় শিক্ষা — যাতে পরিবারের বয়স্কজনের যোগ্যতা আছে — পারিবারিক জীবনে থেকেই সন্তান-সন্ততিরা পেলে সমাজ কার্যকরী হয়। শিশুর সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য তাই-ই। তবে ব্যক্তিত্ব নির্মাণের প্রক্রিয়া শৈশবেই শেষ হয়ে যায় না। পুত্র-কন্যা যথেষ্ট বড় হয়ে গেলেও পারিবারিক সামাজিকীকরণের ধারা অক্ষুন্ন থাকে। জীবনের নানা সন্ধিক্ষণে নতুন ভূমিকা ও দায়িত্ব আসার জন্যই পরিবারের বয়স্কদের প্রভাব অবিরত থাকে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের দেওয়া শিক্ষা অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ থাকে।

দায়-দায়িত্ব অধিকারের প্রসঙ্গ যেখানেই সেখানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্র থাকবেই। পরিবার ক্ষেত্রেও তা সত্যি। লিঙ্গ, বয়স ও সম্পর্কের পার্থক্য, পরিবারে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বৈষম্যের সূচনা করে। নারীর ওপর পুরুষের, কনিষ্ঠের ওপর বয়স্কের, বিবাহসূত্রে সম্পর্কের ওপর রক্তের সম্পর্কের কর্তৃত্ব বেশী। পরিবারের স্থায়িত্ব, কার্য্যকারীতা, জীবনের গুণমান - বহুলাংশেই নির্ভর করে পারিবারিক কর্তৃত্বের ওপর। পরিবারের সমগ্র কর্তৃত্ব এক ব্যক্তির অধীনস্থ তা নয়। একাধিক বয়স্ক ব্যক্তি পারিবারিক কর্তৃত্বের অংশীদার হতে পারে।

মানব সমাজের দীর্ঘ ইতিহাসে নানা টানাপোড়েনে টিকে থাকা এই গোষ্ঠীটি সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি স্বরূপ। অন্য কোন ধরণের গোষ্ঠী সম্ভব নয়, পরিবার না থাকলে। তার একটা বড় কারণ পরিবারের অন্তর্গত বিধিবদ্ধ নারী পুরুষের সম্পর্কের মাধ্যমে প্রজনন, যে কোন গোষ্ঠীর প্রধান উপাদানটি মানুষ যোগান দেয়। শুধু রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, প্রয়োজনীয় সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হওয়া মানুষ, উপযুক্ত মানুষ। সে কারণেই এই প্রাথমিক গোষ্ঠীটি সমাজের একটি প্রধান একক। পরিবার পরিবর্তনশীল গোষ্ঠী। এটা স্বাভাবিক। অদ্যাবধি নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেমন — পরিবারের আকৃতি ক্রমাগত

ছোট হয়েছে এক-বিবাহ চালু হওয়া আর জন্মহার কমার সঙ্গে সঙ্গে। যৌথ পরিবারের ক্ষয় হয়েছে। পরিবারের প্রকৃতির পরিবর্তনও লক্ষ্যণীয়। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা-সন্তান, ভাইবোনের সম্পর্কে অসাম্য কমছে, শিথিলতাও আসছে। পরস্পরের প্রতি দায়-দায়িত্বের গুণমান কমছে। এর কিছু খারাপ ফলাফল চোখে পড়ছে। যেমন — সন্তান পালনে ঘাটতি থাকছে। পরিবার ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রভাব পুত্র কন্যার জীবনে অনেক বেশী করে পড়ছে। পরিবারের প্রতি আনুগত্য কমছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিবারের সম্পর্কও দুর্বল হচ্ছে। পরিবর্তনের ভালো দিক আছে। যেমন — ব্যক্তিস্বাধীনতা বেড়েছে। অনেক সৃজনশীল কাজ করার সময় ও সুযোগ মানুষ পাচ্ছে। পরিবারের অভ্যন্তরে অনুশাসন, দমন ও পীড়ন — বিশেষত মেয়েদের প্রতি পুরুষদের — আজ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের বিষয়বস্তু হয়েছে। মানবাধিকারের আওতায় আনা হয়েছে।

পরিবারের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণ বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তনে নিহিত আছে। আধুনিকতা ও পুঁজিবাদের তাগিদেই পরিবারে পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক সংস্কৃতি ব্যক্তিস্বাধীনতা, মুক্ত জীবন ও নতুন যুক্তিবোধের ওপর গুরুত্ব দেয়। ফলে ব্যক্তির অধিকার সচেতনা বৃদ্ধি পায়। নিজের ক্ষমতা ও সম্ভাবনার প্রকাশ খোঁজা ব্যক্তির কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সনাতন পারিবারিক কাঠামোর চাপ, নানা জ্ঞাতির প্রতি দায়বদ্ধতা তার নিজস্বতার পরিপন্থী বলে মনে হয়। এই কারণে পারিবারিক সম্পর্কে শিথিলতা আসে। পুঁজিবাদে উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তির মূল্যায়নে কর্মক্ষেত্রে তার প্রমাণিত যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি। তার উপার্জন ও সম্মান তার যোগ্যতার ওপরেই নির্ভর করে। জন্ম-পরিচয়, বংশ পরিচয়ের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে গুরুত্ব ক্রমাগত কমে। পুঁজিবাদের সূত্র ধরে ব্যক্তির চলাচলের প্রয়োজন ও সুযোগ বেড়েছে। উপার্জনের তাগিদে ব্যক্তি স্থানান্তরে বসবাস করছে, মূল পরিবার থেকে দূরে সরে গিয়ে। সামাজিক স্তরবিন্যাসেও ব্যক্তি সচল হতে পারে। নিম্নমধ্যবিত্ত ব্যক্তি উপার্জন ও যোগ্যতার খাতিরে উচ্চগামী হচ্ছে। উচ্চগামীতা নতুন মূল্য পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির সচলতার কারণে পরিবারের সঙ্গে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সম্পর্কে ক্ষয় হচ্ছে। রাজনীতি ও রাষ্ট্রপ্রকৃতিতে গণতন্ত্রের প্রভাব দৃঢ় হচ্ছে। ফলে, ব্যক্তির অধিকার অগ্রগণ্য স্থান পাচ্ছে। বাজারে ও বৃহত্তর অর্থনৈতিক আয়োজনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নানাকারণে, পরিবারে বহুমাত্রিক পরিবর্তন অনিবার্য। কেউ কেউ একে পরিবারের দুর্যোগের সূচক বলেন। সমাজও দুর্বল পরিবারের পরিপূরক সংগঠন তৈরী করছে। যেমন — মা উপার্জনের প্রয়োজনে পরিবারের বাইরে থাকলে, শিশু সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সংগঠন এগিয়ে আসছে।

আগামীদিনে সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বিবর্তন কোন দিকে হবে, তা নিয়ে অনুমান বলে পরিবার তার পূর্বাবস্থায় ফিরবে না। পরিবার আরও মুক্ত আয়োজন হবে। পরিবারকে ঘিরে প্রত্যাশা পাল্টাবে। বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষমতাই পরিবারকে সমাজের একক হিসেবে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

CONSTRICTIVE CULTURE / CONSTRUCTIVE IDENTITY : THE DIALOGIC OF KAMALA DAS' POETRY

Prof. Amit Bhattacharya

Beneath and beyond the much-hyped facade of 'sensuality', Kamala Das' poetry often reveals her serious musings on the self and the society. As C. N. Srinath points out, 'Her (Das') sensitive awareness of her surroundings - their sordidness, boredom, ugliness and horror-and her love and passion gives strength to her poetry'! The 'sensitive awareness' that Srinath has alluded to, makes Das grapple with issues such as the role of society in determining our individuality as well as the various ploys of the individual for self-assertion and self-empowerment. Kamala Das' negotiations with 'Culture' and 'Identity' as expressed in her poetry and prose works centre upon the understanding of 'Culture' as a set of shared or prescribed beliefs, values and attitudes of a group of persons as also the recognition of 'Identity' as a set of characteristics that somebody recognizes as belonging uniquely to himself or herself and constituting his or her individual personality. Since culture 'comprises those aspects of human activity which are socially rather than genetically transmitted'[2] and since identity is at bottom a confluence of the intrinsic features of an individual, which she may or may not share with others[3], they can be said to exist in a dialogic relationship (extrinsic rigour / intrinsic resistance) with each other that governs the ties between the community and the individual. In the present paper, a few poems by Kamala Das will be analyzed to see and show how both culture and identity are context specific discourses that rather than being static, change and evolve with circumstances. Efforts will also be made to show how the two constituents of this dialogic relationship, in the true Bakhtinian manner, both contest and collaborate in a constant bid to modify each other and convert the 'dialogue' into a 'monologue' where the more proactive discourse of the two brooks no place or influence of the other.

From the earliest phase of her poetic development, Kamala Das has shown a remarkable courage to tackle issues like cultural imposition and assertion of identity. In this regard 'An Introduction' which is taken from her first book of poems *Summer in Calcutta* (1965) can be cited as a brilliant case in point. In her insightful paper "I" And "They": The Dialogic of Kamala Das's "Introduction", Rama Kundu has called Das' 'An Introduction' a poem about 'Identity'[4] . A careful reading of the poem, however, forces us to add 'Culture' to the poem's thematic canvas. In fact, 'An Introduction' is a 'key poem' in any discussion of the binary roles played by culture and identity in shaping Das, the person as also Das, the poet.

'Culture' derives via French from Latin 'Cultura' (tillage) from 'Cult', the past participle stem of 'Colere' (to inhabit, cultivate or worship).[5] 'Identity', in the same vein, derives from Latin 'Identitas' from 'Ident' combining form of Latin 'Idem' (same) from 'Id' (that)[6]. Thus

culture becomes the constrictive framework, socially imposed on the individual by the various power-centres, that inhabits the mind of an individual programming it to think and act in a prescribed way as showing marks of 'cultivation', and holding out the promise of 'worship' (social adulation). Identity that roughly translates into 'that'-ness, becomes linked with the idea of Latin 'Quiditas' or 'what'- ness, turning out to be an alternative construct that helps the individual resist, neutralize, alleviate or utilize the cultural norms to further his or her own ends. Re-read with this insight, 'An Introduction' becomes a site for the contesting voices-the forbidding, ordering, judging and punishing breed of 'categorizers' as opposed to and by the defying, suffering and subverting 'I', representing as they do, the discourse of culture and the counter discourse of identity respectively.

Rama Kundu makes a controversial statement that the poem ('An Introduction') 'begins with an "I" who rejects a political identity'[7]. The first few lines of 'An Introduction', however, seem to negate this contention. Both K. Satchidanandan[8] and I.G. Ahmed[9] draw our attention to the unmistakably political dimension of the following statement by the female speaker:

I don't know politics but I know the names
Of those in power, and can repeat them like
Days of week, or names of months, beginning with
Nehru.

('An Introduction', SIC 59)

Das, here reveals how patriarchy creates a hegemonic culture that neither expects nor accepts women, knowing 'politics'. Women, both individually and collectively are excluded from the centres of power, and can only 'repeat' the names of those 'in power', whereby, their repetition becomes contingent on the male act of free will i.e. discussing politics. The female speaker's statement 'I don't know politics' as also the woman poet's act of writing the poem, however, is a tentative step towards self-empowerment and, therefore, entails assertions of their self-identity, which is anything but apolitical. For, the speaker's 'repetition' of the names/Of those in power' involves a 'mimicry' of the discourse of politics that in the words of Jeremy Hawthorn incorporates 'the subversive potential contained in the forced and (often overtly) half-hearted adoption of the style or conventions of a DOMINANT authority - whether national-CULTURAL or GENDER-political'.[10]

Kundu points out how the speaker 'proffers a national card and a colour brand which she proudly proclaims'[11]. 'I am Indian, very brown' ('An Introduction', SIC 59). These assertions of identity, rather identities, take a heavy toll on the speaker :

.... Don't write in English, they said,
English is not your mother-tongue.....

('An Introduction', SIC 59)

This has been the command of culture - of domineering patriarchy (Buddhadeb Bose[12], Jyotirmoy Datta[13], etc.) The command of course is two-fold: 'Don't write' since the speaker

is a woman poet, and 'Don't write in English' since she is a dark-skinned Indo-Anglian poet. Needless to say, the speaker refuses to obey the dictates and instead strongly defends her right to practise and assert her identities

.... Why not leave
Me alone, critics, friends, visiting cousins,
Everyone of you? Why not let me speak in
Any language I like? The language I speak
Becomes mine, its distortions, its queernesses
All mine, mine alone. It is half English, half
Indian, funny perhaps, but it is honest,
It is as human as I am human, don't
You see? It voices my joys, my longings, my
Hopes, and is useful to me as cawing
Is to crows or roaring to the lions ...
('An Introduction', SIC 59)

Of course, she will go on writing poetry to express 'my joys, my longings, my, /Hopes'.

Das' description of her poetic medium as 'half English, half Indian' has nothing demeaning about it as some of her critics have toiled to show. In fact, as Anisur Rahman points out, the English half is the linguistic-literary component of her poetic output, whereas, the Indian half alludes to her sensibility.[14] Obviously, each exists with and works on the other to forge a unique poetic 'voice, tone, idiom and rhythm' that according to Bruce King, creates 'a style that acccurately reflects what the writer feels or is trying to say instead of it being filtered through speech meant to reflect the assumptions and nuances of another society'.[15]

Putting to rest he quarrel of culture with her Indo-Anglian poetic identity in the first part of the poem, as goes on to deal with her female identity in the second part of 'An Introduction'. Here the speaker says, 'I was child'. Significantly, the term 'child' is of common gender. But, the gender-neutrality of 'child' gets destabilized when the speaker grows into and becomes a woman, a gendered being :

..... later they
Told me I grew, for, I became tall, my limbs
Swelled and one or two places sprouted hair.
('An Introduction', SIC 59)

Significantly, her growth is physical and not so much mental as evinced by her hesitant act of asking 'for love, not knowing what else to ask/For'. Besides, her growth is always monitored by society, active under the influence of the prevalent cultural assumptions:

'later they/Told me I grew'. The female speaker is thus marginalized to the position of an object under the panoptic gaze of society.

Gradually, the attacks on her female identity increase in frequency and ferocity when the first male pronoun 'he', representing the father-figure, draws 'a youth of sixteen into the/Bedroom', and closes 'the door', or when the second male pronoun 'he', standing for the husband figure, has sex with her, makes her pregnant and makes her a mother–prematurely. Both these male figures are agents of the partriarchal culture and temporarily succeed in deactivating the speaker's female identity as betrayed by her desperate adoption of a male exterior by putting on male attires and wearing the hair short. This act entails an attempt at self-empowerment through deception that had previously been tried by the heroines of Shakespeare's comedies. This deception, however, proves ineffective for the lynx-eyed gaze of culture sees through it. So, the 'categorizers' cry out :

> ... Dress in sarees, be girl,
> Be wife, they said. Be embroiderer, be cook
> Be a quarreller with servants. Fit in. Oh,
> Belong, cried the categorizers. Don't sit
> On walls or peep in through our lace-draped windows.
> Be Amy, or be Kamala. Or, better
> Still, be Madhavikutty. It is time to
> Choose a name, a role. Don't play pretending games.
> Don't play at schizophrenia or be a
> Nympho. Don't cry embarrassingly loud when
> Jilted in love...
> ('An Introduction', SIC 60)

Interestingly, as the excerpt reveals, 'they said' many things, pertaining to the prescribed attire, occupation and identity for and of the female speaker that tantamount to a constrictive bulwark of patriarchal culture against female assertiveness. Choosing 'a name' will determine the role, for names are indicative of genders, and prescribe 'fit' roles for each of the genders. Choosing the 'roles' is the only way an individual can 'fit in' and 'belong', and 'fitting in' is the only way she can be safe. So, she is confined to the inside of the house, destined to perform the household chores, and when she is allowed to assert her superior self-identity, she can do it only by quarrelling with the servants (her inferiors) and not with the husband or the male figure (her superior) who can with impunity 'jilt' her in love. The 'categorizers' condescend to advise her to 'be girl' and to 'be wife', both umbrella terms exclusive of individuality and, therefore, unpleasant to any woman of substance. To abide by the cultural fatwa, she can only be 'Amy' to her grandmother, the pet name, denoting her childhood identity, 'Kamala' to her husband, the name denoting her domesticated identity, or 'better still' 'Madhavikutty' to her Malayali readers, the pseudonym

denoting an adopted and, therefore, an alienated identity.

The female speaker, to be sure, is a resilient individual who can dare to take the assertive step of meeting 'a man' – 'a man' and certainly not 'the man' or her husband. Even after being 'jilted in love' by the husband who could hurt her womanhood by talking of women, sexier than her (MS 62) or by flaunting his homosexuality (MS 87), the lovelorn woman-speaker hazards loving another as an assertion of her indomitable femininity. In face of a constrictive culture of 'categorizers', the cornered individual i.e. the female speaker tries to come up with different identity-formations. She had once tried to borrow the male identity as a constructive alternative. In other words this was the intended replacement of her intrinsic femininity with the extrinsic masculinity. This failing, she again tries to cast off her personal femininity for a more inclusive gender identity.

.... I am every
Woman who seeks love.
('An Introduction', SIC 60)

This is the name-weary female speaker - the 'Amy', the 'Kamala' or the 'Madhavikutty' of previous lines trying to assume a name-free feminine identity. Interestingly, another shift follows here, bringing in a third male pronoun 'he', the lover figure. The speaker 'I', as Kundu explains, does not try anymore to deny her womanhood[16], for from this 'he', she gets real companionship and reciprocity in lieu of mere male stewardship and authority. So they can now 'meet' and 'love' as 'every man' (any man) and 'every woman' (any woman). This assertion of female identity gives the speaker freedom. This freedom, in turn, gives her the capacity to observe and evaluate. So, she can neutrally assess her surroundings with both expectancy and trepidation. She is initially elated at the prospect of choice but eventually saddened by the realization of the contrastive way in which society holds them. In love, as in life, the woman-speaker has to be passive and dwindle into a secondary role. She cannot run or flow like a 'river'- she has to wait like the 'ocean'. The man can proudly proclaim his identity :

.... Who are you ...
... it is I.
('An Introduction', SIC 60)

This male "I" gets fitted into this world like 'a sword' in its 'sheath'. As Rama Kundu points up, 'sheath also protects the sword, and the sword easily cuts through things'.[16] Here the sexual implications of 'a sword in its sheath' can hardly be overlooked. The other 'I' which is female, is contrasted to this male 'I'. This female 'I' is evidently marginalized :

... It is I who drink lonely
Drinks at twelve, midnight, in hotels of strange towns,
It is I who laugh, it is I who make love
And then feel shame, it is I, dying

With a rattle in my throat, I am sinner,
I am saint. I am the beloved and the
Betrayed.

('An Introduction', SIC 60)

So, the speaker feels the need to speak representatively, for all her attempts at reaching out have been thwarted and she has had to retreat with shame and chagrin. This shame is a cultural construct imposed on the individual to proscribe individual identity and promote a 'cultural identity' which in John A. Loughney's formulation stipulates that 'a person achieves the fullest humanity within an accepted context of traditional symbols, judgements, values, behaviour and relationships with specific others who self-consciously think of themselves as a community'[18]. Hence, non-conformist and assertive acts on the part of the female speaker such as drinking 'lonely/Drinks at twelve, midnight, in hotels of strange towns', laughing and making love - all result in her eventual feeling of shame and 'dying/With a rattle in my throat'. The moral is that non-conformity to cultural norms may lead to social strangulation of individuals as is implied by the 'rattle' in the throat. The female 'I' is fated to remain passive – an object for cultural inspection and judgement. So, she can only be a 'saint' or a 'sinner', 'beloved' or 'betrayed' as the case may be and never an individual, free to assert her own identity.

In a final frantic attempt to subvert cultural constrictions, the female 'I' tries to reach out to the male 'I' pointing to the fact that they are both emotionally alike:

... I have no joys which are not yours, no
Aches which are not yours.

('An Introduction', SIC 59)

She further tries to point up their indistinguishable human identity: 'I too call myself I'. The binaries of the poem comprise of paired pronouns ('I'/'they', 'I'/'he', 'I'/'you' and 'I'/'I'). 'They stand for the voice of culture whereas 'I', for that of identity. Similarly 'he' and 'you' stand for the perpetrators of cultural hegemony and 'I' for the prey. Their dialogic relationship is clearly manifested in the truth and tension of their co-existence.

The poem 'Spoiling the Name' exemplifies the poet's proactive stance with regard to her identity as a woman. In fact, this 'identity', as I.G. Ahmed asserts, can never be tethered to her 'name' that, like her roles, was given to her by 'somebody else' and that too, for mere 'convenience.[19].

I have a name, had it for thirty
Years, chosen by someone else
For convenience, but when you say
Don't spoil your name, I feel I
Must laugh, for I know I have a life

To be lived, and each nameless
Corpuscle in me, has its life to
Be lived ...

('Spoiling the Name', SIC 28)

Whereas in 'An Introduction' the issue was to 'choose a name', here it is even more arbitrary, since, the 'name', which was chosen by 'some one else', is pinned to the reluctant 'I'. When 'you', standing for the authoritative culture says 'Don't spoil the name', the dictate assumes a more serious proportion, for, as we have seen in 'An Introduction', choosing 'a name' implies confirming the gender and conceding the authority of culture by being confined in a constrictive social space, and therefore, invites the censor of the 'categorizers'. Faced with this reality, the resilient 'I' lashes out, camouflaging her bold rejoinder under the garb of derision: 'I feel I/Must laugh'. of course, the 'I' has a 'life to be lived', quite independent of the constrictive framework of name and norm. But she is also aware of the implications of opposing culture. So, she strategically disperses her individual identity and the urge to live to the 'corpuscles' (cells) that constitute her body and being. Hence, each 'Corpuscle' is 'nameless', has 'a life' to be lived, and is unstable on account of cell division and mutation. Thus, the individual speaker's identity is first destabilized and then rehabilitated only to be ultimately prioritized over culture.

I.G. Ahmed comments that 'The superfluity of a name contrasts with the beauty of the urge to live'.[20] We should add that the name is not only superfluous but positively undesirable as well. For the 'I' is well aware of the dangers it poses: hence, the refusal to 'Carry/This gift of a name like a corpse and/Totter beneath its weight/And perhaps even fall .....' The speaker's concluding statement that she loves 'This gift of life more than all' assumes a greater significance if we relate it to the phenomena of change and growth. As in life, so in literature, Das has changed and grown, so, we can discern a considerable broadening of her poetic horizons to deal with wider social issues like class, ethnicity, chromatism and ageism among other things.

'The Flag' is at once an encryption and an indictment of the culture/identity interface on the classist paradigm. The eponymous 'flag', the 'you' of the poem is an emblem of a culture of promise hoisted and kept fluttering in the wind of aspiration in the sky of scope. On the contrary, India 'the ground beneath', of which the flag is the symbol, remains 'emaciated':

The orange stands for fire, for fire that eats
Us all in the end....
The white stands for purity that we dream of and
Never find
The green stands for pastures of Paradise
Where even the poor

May have a place. The wheel in the centre,
Stationary, stands
For what else but time, attested falsely
By human hands?

('The Flag', SIC 21)

Significantly, the question that concludes the excerpt implies both manipulation and misappropriation of the flag's promise by the 'few' human hands at the cost of the 'many'. It is for those shrewd and then, therefore, successful 'few' that 'the neon's wink', 'the harlot's walk, swaying/Their wasted hips' and 'the poor, old men' 'lie/On wet pavements and/Cough, cough their lungs out', determining thereby the dispossessed identity of the indigent strata of the society. Since, the 'hips' that 'the harlots' sway are 'wasted' (used up), and since, the sputum that 'the poor old men' cough out is 'lungs' (blood), their abuse at the hands of the consumerist culture is well documented. So, in a fit of vexed anguish, the poet proposes to the tricolour :

... it is time to leave the sky
And fall, fall and hide
Your shame beneath this blood -drenched Indian soil
And lie there and rot
As those poor babies who die of hunger
And are buried, rot ...
It is time to say goodbye to your charms
Dear flag, to your old,
Meaningless pride, to your crude postures of
Honour, to the lies
Your colours tell, to the false hopes you did
Extend, to your old
Macabre dance in the blueness of our sky ...

('The Flag', SIC 22)

Das' credentials as a chronicler of the Indian reality, rather realities, are impeccable. The violent backlash against the Sikhs in 1984 following the assassination of Indira Gandhi receives a trenchant denunciation in her poem 'Delhi 1984'. On the pretext of the deluded action of few persons the whole community of the Sikhs was put to the sword by the Hindu extremists, who had themselves been misguided by the power hungry politicians. The culture of fanaticism of the irate Hindu mob sought to crush the Sikh identity. What problematizes the case here is that the oppressive culture of the majority is itself formed and framed by its Hindu identity. Hence, the discursive site gets drowned out by the

clamouring voices. The poem graphically records how innocent men were brutally done to death and helpless women gang-raped as peaceful suburbs were ransacked. The poet's description seems almost photographic when she writes:

The turbans were unwound, the long limbs
broken and bunched to seem like faggots
so that when such bundles were gifted
to their respective homes the women
swooned as their eyes lighted on a scarred
knee or a tatooed arm ....

('Delhi 1984', OSKHTS 36)

Of course, Das has no quarrel with the essence of true religion as she states :

any God worth his name would hasten
to disown these dry-eyed adherents
of the newest cult ....

('Delhi 1984', OSKHTS 36)

But unfortunately religious fanaticism and blind fury unleashed by irate mobs and orchestrated by power -mongers defile the 'sacred' spirit of religion and hence ;

... The scriptural
chant sounded like a lunatic's guffaw ...

('Delhi 1984', OSKHTS 36)

Das wrote the Colombo Poems viz. 'The Sea at Galle Face Green', 'Smoke in Colombo', 'After July', 'A Certain Defect in the Blood' and 'Shopper at the Cornells, Colombo', in response to the July 1983 anti Tamil riots in Srilanka to which she had been a direct witness. Here the poet had to come face to face with physical danger and 'wanton bloodshed' in the name of such considerations as ethnicity, nationalism and chromatism. The clash between the majority Sinhala Aryan culture and the minority Tamil Dravidian identity showed the poet the real extent to which culture can influence and determine the direction of national history. Since, the poet too was mistaken as a Tamil because of her dark complexion and South Indian physical features, she was forced to evolve the poetics of resistance in these poems, to prevent by condemnation, any future glorification or recurrence of such ills.

In 'The Sea at Galle Face Green', for example, 'the adolescent/Gunmen' (the Sinhala youths) are 'ordered to hate', turn 'that once splendent city' into a virtual 'necropolis' and massacre the Tamils. They are the enforcers of the racist culture of the Sinhala ethno - nationalists. Under the spell of indoctrination, these youths are degraded from commiserating individuals into killing automatons bent on subjugating the Tamils – their ethnic 'Others'. The Tamils are killed and cornered because of their alleged 'ethnic inferiority'.

So relentless is the blind fury of the power hungry zealots, that they do not spare even the Tamil children making the poet exclaim :

... But how did they track
Down the little ones whose
Voices rose each morning
With the National Flag
And its betrayed lion,
An affectionate beast
A king of kings, let down
By his son. How did they
Track down the little ones
Who knew not their ethnic
Inferiority? ('The Sea at Galle Face Green, CP 12-13)

In 'Smoke in Colombo', the poet speaker feels the need to speak representatively as she sees herself as one of 'the expatriates' whose ethnic identity has been put under the cosh. So the poem is narrated using the first person plural pronoun we/us, placed in direct opposition to and confrontation with the third person plural pronoun 'they'. The first portion of the poem describes a 'ride home' / 'along the silenced streets'. That the streets are 'silenced' and not 'silent', implying oppression, arson and mass-murder, becomes clear as the speaker is met and stopped by gunmen :

They stopped us, a somnambulistic
Daze was in their eyes, there was no space
Between us and their guns, but we were
Too fatigued to feel fear, or resist
The abrupt moves
Of an imbecilic will

('Smoke in Colombo' CP 14)

It is an encounter with the same 'adolescent/Gunmen, ordered to hate', whose 'stomp of boots' supplant the 'birdsong in the trees' in 'The sea at Galle Face Green'. The 'somnambulistic/Daze' in their eyes is reflective of the imbecilic will of the Aryan zealots trying to terrorize the Dravidian Tamils.

'After July' (alternative title 'The Return of Hitler') limns the effects of the 'July 1983 riots' on the Tamil community with all its paralyzing horror and stifling tension. The culture of killing persuades the minority Tamils to adopt a self-inflicted loss of visibility as a temporary survival mechanism. It shows how a hostile racist culture can force the members of an ethnic minority to suppress any show of their identity. Significantly the Tamil individual

identity gets subsumed under a more inclusive Tamil ethnic identity that is both defined and constricted by a specific ethnic culture. The poet's allusion to the rise of 'Hitler' and his demand for another round of applause – all add up to a metonymic representation of the arm-twisting Aryan culture. The poem ends with a poignant description of a dark Dravidian trying frantically to insulate his 'three-year old daughter' from this situation of danger. The poet's reference to the Aryan blood,

> ... the sinister
> Brew that absolves a man of his sins and
> Gives him the right to kill his former friends.
> ('After July', CP 15)

links by way of contrast this poem with the next poem of the group 'A Certain Defect in the Blood'. For, whereas the 'robust' Aryan blood gives the Sinhala community, under the influence of their racist culture, the right 'to kill', 'a certain defect in the blood' which is alleged and not actual, forces the non-Aryan Tamils to retreat into the narrow confines of their community :

> ... Like spiders exposed
> To a water jet we curled ourselves into
> Tight balls ....
> ('After July', CP 15)

The poem with its ironic title is a subtle invalidation of the notion of a superior blood, harboured and propagated by a racist culture.

The rejection of a so-called 'superior' blood can be seen from Das' earliest stage of poetic development as evident from the poem 'Blood', written in her adolescence. In this poem she makes fun of her great grandmother for the old lady's feeling of superiority over others due to her supposedly 'fine' and 'oldest' blood:

> ... she told us
> That we had the oldest blood,
> My brother and she and I,
> The oldest blood in the world,
> A blood thin and clear and fine
> While in the veins of the always poor
> And in the veins
> Of the new-rich ones
> Flowed a blood thick as gruel
> And muddy as a ditch.
> ('Blood', CP 3-7)

Here the great grandmother's pride in her so-called superior blood reveals the cultural assumptions of the upper caste and upper-class Nairs, of whom she was a representative. Blood, therefore, becomes a marker of caste identity for the old lady that gives her a naive sense of pride.

Coming back to the Colombo poems, in 'Shopper at the Cornells, Colombo', the racist culture promoted by the Sinhala ethno-nationalists with the full backing of the Srilankan government is betrayed through the hate-laden smiles of the Sinhalese (Aryan) salesgirls with which they try to stab the Dravidian speaker. Faced with threats of physical danger, the persecuted speaker can only try to hide her identity , 'my nut brown skin'. The blood that has been shed all around is now located in their cruel mouths that 'bleed' while smiling at the Dravidian speaker 'I' who has to try hiding her Indianness and her 'nut brown skin' implying her national and ethnic identity. Significantly in this poem also, the 'I' is paired with 'they' representing the conflictual interface between culture and identity.

The meliorist that she is, Das often reveals the sinister aspect of supremacist discourses like 'chromatism' or 'ageism' as cultural constructs. 'Chromatism', a term which Ashcroft et al have defined as 'the essentialist distinction between people on the basis of colour'[21], has its roots in the soil of a racist culture. In fact, humanity has often been divided on chromatic grounds between the Aryan whites and the non-Aryan peoples of colour. In the empire of fair, the dark have often had to yield and endure marginalization. From 'apartheid' in South Africa to 'segregation' in the United States – the story has ever been the same. Das has been highly derisive of the human obsession with colour, both in her poetry and in 'My Story'. To her, there is little difference between the 'whites' who were not prepared to recognize her poetic talent because of her 'nut-brown skin' (MS 49) and her anxious relatives who rubbed turmeric on her to make her look 'fair' (MS 38) as evident from 'My Story'. Significantly, the interface here is tripartite, encompassing the dominant culture of the whites, the pliant culture of the poet's relatives and the marginalized identity of the dark girl, who in the case, happens to be the poet. Repudiating the utter fatuity of the chromatic division, Das makes a fierce assertion of her 'brown' complexion when, as has already been pointed out, she states in 'An Introduction': 'I am Indian, very brown' (SIC-59-60). The same poet, however, has to conceal her 'nut-brown skin' in the face of a rampant racist culture (Shopper at the Cornells, Colombo). What is clear from these divergent reactions of the 'I' is the change in circumstances because of the changing cultural positions assumed by the intrusive interfering or intimidating 'they' of both the poems.

Das' long life has shown her the abominable treatment meted out to the ageing and the aged by a productivity-driven and youth-oriented society. Anthony Giddens has used the term 'ageism' to define this 'discrimination against people on grounds of age'[22] To the ageist culture of such a society the advancing years entail a consequent loss of 'productivity', both financial and reproductive. The poems written mainly after 1980 reflect this concern of the poet. In poems such as the 'Annamallai poems', 'Home is a concept', 'A Short Trip', 'At Chiangi Airport', 'Composition', 'Effusions', etc., the poet presents a rather bleak picture

of individuals who find themselves progressively marginalized by their dear ones because of their age. I. G. Ahmed, in this connection observes, 'As a Third World Feminist Das exposes the agony of alienation of the aged ....'[23] However, what is specifically 'Third World' or 'Feminist' about Das' concern for the aged, remains to be clarified.

In 'Home is a Concept', the poet writes about ageing persons whom she terms the 'unwanted':

> ... The unwanted carry heavy bags
> and overcoats but the heaviest luggage
> they tote is pain ....
>
> ('Home is a Concept', OSKHTS 105)

They have to bear this pain because they want to cling to 'photographs of their laughing children'. But their children no longer want them. For children grow into adults and grow 'out of needs' ('Composition', D 29). The aged only crave for love but to no avail:

> ... If home is a concept
> they shall not know it, if home is a group
> prepared to love, the traveller has not known that
> group and never shall.
>
> ('Home is a Concept', OSKHTS 105)

The identity of the memory-taxed traveller gets constricted due to his age. For, he belongs with the 'displaced generation' -- displaced by an ageist culture of children, now grown into adults.

In 'At Chiangi Airport', the aged speaker gives vent to her feelings of loneliness and abandonment :

> ... Each evening I had
> asked the reception-desk, any message for me,
> any mail? I had watched the younger ones pick up
> their mail, had heard them swagger up the stairs humming
> pop tunes. The old have no mail. A displaced generation
> must find its comfort in tea; fifty and two is
> not a nice age to be.
>
> ('At Chiangi Airport', BKD 114)

It is obvious that the speaker belongs to this 'displaced generation', which is why 'each evening' she has to ask for 'any message' or 'any mail'. She is left only to watch the younger ones pick up their mail. Hence the rueful realization: 'fifty and two is not a nice age to be'. The displacement of the aged speaker's generation is a handiwork of the prevalent youth-oriented culture. As a result, the identity of the speaking 'I' is lost sight of by and for 'the younger' – the 'they' of the poem.

The poems I have discussed are remarkable for the way they introduce several voices and utterances including unvoiced ones that enrich their suggestive and dramatic dimensions. In 'An Introduction', for example, as Rama Kundu points out, 'From the very start the speaker seems to speak from the consciousness of interfering voices and she struggles against their attempt to impose any readymade or traditional construct upon her.[24] Needless to say, the interfering voices are those of 'culture' and 'authority', forcing the non-conformist and resistant speaker adopt a stringent and fierce voice. In poems like 'The Flag', 'Delhi 1984' and 'Home is a Concept' the poet remains extradigetic and then therefore shuns the first person pronoun 'I'. The interface, as a result, remains confined between 'they' and 'they' even though the contexts and, therefore, the binaries too keep on shifting. In the 'Colombo Poems' the voice of racist culture speaks so loudly and thereateningly that the opposing voice of identity has to temporarily shut up and retreat into the relatively safer confines of community. This fear-driven withdrawal implies a severe loss of territory and in itself hints at a possible backlash too. Bakhtin considers a literary text a suitable site for the interaction and interface between contending voices. Many cultural phenomena are based upon binary oppositions: 'If you are not with us, you are against us' involves the forced cultural imposition of a binary opposition upon what is often a range of essentially ANALOGUE variations. So, the individual can either passively accept the imposition, getting rewarded or tolerated as the case may be, or actively resist it at the cost of ostracism or punishment.

In poems like 'An Introduction', 'Spoiling the Name'. 'Smoke in Colombo', 'Blood', 'Shopper at the Cornells, Colombo' and 'At Chiangi Airport', 'they', 'he', 'she', 'you' and the other 'I'-s affect the intonation of the speaker. As Bakhtin says, 'The commonness of assumed basic value-judgements constitutes the canvas upon which living human speech embroiders the designs of intonation'.[25] This is so, because as Bakhtin himself clarifies:

'In life, we do this at every moment, we appraise ourselves from the point of view of others, we attempt to understand the transgradient moments of our very consciousness and to take them into account through the other .... in a word, constantly and intensely, we oversee and apprehend the reflections of our life in the plain of consciousness of other men.[26]

Caught in the cross-fire between culture and identity, the speaker, rather speakers of Kamala Das' poems, feel compelled to assume varied intonational shades in a frantic attempt to extricate the self from the society with a view to asserting individual and artistic autonomy, or to record the reality of exploitation and alienation for the eventual establishment of a more equitable order.

NOTES AND REFERENCES

References to the poems and the prose works of Kamala Das have been incorporated into the text mentioning the abbreviated titles of the respective works and page numbers *(Summer in Calcutta-SIC, The Descendants-D, My Story-MS, Collected Poems (Vol. 1)-CP, The Best of Kamala Das-BKD, and Only the Soul Knows How to Sing-OSKHS)*

Das, Kamala, Summer in Calcutta, New Delhi: Rajinder Paul, Everest Press, 1965

.... *The Descendants, Calcutta: Writer's Workshop, 1967*

.... *My Story, New Delhi: Sterling Publishers, 1977*

.... *Collected Poems (Vol. 1), Trivandrum: Navakerela Printers, 1984*

.... *The Best of Kamala Das, Kozhikode: Bodhi Publishing House, 1991*

.... *Only the Soul Knows How to Sing, Kottayam: DC Books, 1996*

1. Srinath, C. N. in Eugene Benson and L. W. Conolly (eds.), *Encyclopedia of Post-Colonial Literature (Vol. 2),* London and New York: Routledge, 1994, 1249
2. O'Hear, Anthony. "Culture" in *The Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy,* London and New York: Routledge, 2000, 185-86
3. Butler, Joseph. quoted in Simon Blackburn *The Oxford Dictionary of Philosophy,* Oxford and New York: Oxford University Press, 1994, 185.
4. Kundu, Rama. " "I" And "They": The Dialogic of Kamala Das's "Introduction" " in *Studies in Commonwealth Literature,* Ed. Mohit K. Ray, New Delhi: Atlantic Publishers and Distributirs, 2003, 129
5. *Encarta World English Dictionary,* Chennai: Macmillan India Limited, Special Indian Edition, 1999, 459
6. *Encarta World English Dictionary,* 934
7. Kundu in Ray, 129
8. Satchidanandan, K. "Transcending the Body" (Prefatory Essay) in *Kamala Das Only The Soul Knows How to Sing,* 10
9. Ahmed, I. G. *"Kamala Das: The Poetic Pilgrimage",* New Delhi: Creative Books, 2005, 60
10. Hawthorn, Jeremy *A Glossary of Contemporary Literary Theory,* London and New York: Arnold, 2000, 209
11. Kundu in Ray, 130
12. Sharma I. K. "Mary and Mira: A Study of Kamala Das" in *Studies in Indian Poetry in English,* Ed.O.P. Bhatnagar, Amarawati: Singh Society, 1981, 39.
13. Iyenger, K.P.S. *Indian Writing in English,* New Delhi: Sterling Publishers, 5th Edition, 1985, rpt. 1994, 651

14. Rahman, Anisur. *Expressive Form in the Poetry of Kamala Das,* New Delhi: Abhinav Publications, 2000, 61
15. King, Bruce. *Modern Indian Poetry in English,* Delhi, Oxford University Press, 1985, 153
16. Kundu in Ray, 131
17. Kundu in Ray, 131
18. Loughney, John A. "Cultural Identity" in The Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York: Routledge, 2000, 185
19. Ahmed, 59-60
20. Ahmed, 60
21. Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth and Tiffin, Helen, *Post-colonial Studies: The Key Concepts,* London and New York: Routledge, 1994, 37
22. Giddens, Anthony. *Sociology,* Oxford: Blackwell, 2001, 683
23. Ahmed, 143
24. Kundu in Ray, 131
25. Bakhtin, M. *The Dialogic Imagination : Four Essays M. M. Bakhtin,* Ed. Michael Holquist, trans. Caryl Emerson and Michael Holquist, Austin: University of Texas Press, 1981, 61
26. Bakhtin *M. Mikhail Bakhtin : The Dialogic Principle, Ed.* T. Todorov, Minneapolis University of Minnesota Press, 1984, 94.

মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলিতে রাজ্যব্যাপী জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন— একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ডঃ ঊর্মি চক্রবর্ত্তী

মুখবন্ধ ঃ বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও সামগ্রিক মানবচেতনার উন্নয়নমুখী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্মোচিত হচ্ছে কত না নতুন বিষয় বা জানা বিষয়ের অজানা দিক। সঙ্গত কারণেই মনে হচ্ছে এই বিষয়গুলির কোনো কোনোটির উল্লেখ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার এবং তা বিদ্যালয় স্তর থেকেই শুরু করা উচিত। Population Education বা জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা তেমনই একটি নতুন বিষয়। বিপুল জনসংখ্যার অর্থ কেবল সীমাবদ্ধ ভুমিখণ্ড, সীমিত খাদ্যভাণ্ডার ও অপ্রতুল সুযোগ ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে চাপসৃষ্টি করা নয়। বরং বিপুল জনসংখ্যা বিস্তৃত সৃজনশীলতার সংযোজন, নব নব আবিষ্কারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি, উন্নততর পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের সুযোগ ইত্যাদিও বোঝায়। তাই Population Education -কে কেবল জনসংখ্যা শিক্ষা না বলে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা বলে গণ্য করা হয়েছে।

১৯৯৪ সালে এই বিষয়ে কায়রোতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় এবং এই বিষয়ের একটি স্বীকৃত সংজ্ঞাও নিরুপণ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা হল একটি শিখন প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের জনসংখ্যা ও উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক, জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ ও জনসংখ্যার স্থিতাবস্থার গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ মনোভাব এবং দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তুলতে পারে যাতে তারা পরবর্তী জীবনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ জনসংখ্যার পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর তার বিবিধ প্রভাব — এই সম্পর্কে বিদ্যালয় স্তর থেকেই চর্চা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ মনোভাব গড়ে তোলে। বিশেষতঃ মাধ্যমিক স্তরের ছেলেমেয়েরা এই সচেতনতার পাশাপাশি কয়েকটি সক্ষমতা অর্জন করতে পারে যেগুলি জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই সক্ষমতাগুলিকে **জীবন দক্ষতা** বলা হয় যেমন - আত্মোপলব্ধি, আবেগের নিয়ন্ত্রণ, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। এই বিভিন্ন জীবন দক্ষতার সন্নিবেশ ব্যক্তির 'জীবনশৈলী' গড়ে তোলে যা তার জীবন যাপনের অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দেয়।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গ) গত একদশক ধরে আর্ন্তজাতিক জনসংখ্যা দিবস হিসাবে প্রত্যেক বছর ১১ই জুলাই তারিখটিকে উদ্‌যাপন করে আসছে। এই বছর একদিনের পরিবর্তে সপ্তাহব্যাপী (১১ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই, ২০০৫) কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে কারণ পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এই শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে জনসম্পদ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে জীবনশৈলী বিদ্যালয়স্তরে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই শিক্ষা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল ঃ

১। জনসংখ্যা এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২। জনসংখ্যার স্থিতাবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং উন্নততর মানের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাদের সচেতন করা।

৩। বিপরীতে লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা।

৪। ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতি যুক্তিপূর্ণ মনোভাব ও দায়িত্বশীল আচরণ সঞ্চারিত করা।

৫। স্বাভাবিক ও সহজাত দক্ষতাগুলিকে (উৎপাদনমুখী, সামাজিক ও ব্যক্তিগত) লালন করা ও অন্যান্য দক্ষতাগুলিকে প্রশিক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে বিকশিত করা।

এই উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করার জন্য সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীতে রাজ্যে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলিতে কিছু সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের উদ্যোগে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন কর্মসূচীর কয়েকটি উদ্দেশ্য হল —

(ক) শিক্ষার্থীদের কাছে জনসম্পদ সংক্রান্ত শিক্ষা একটি নতুন বিষয় হিসাবে পরিচিত করা।

(খ) এই বিষয়ের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জীবন দক্ষতার মূল্যবান দিকগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

(গ) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করা।

(ঘ) আঞ্চলিক বা পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যের সাথে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সম্পর্ক নিরুপণ করা।

(ঙ) বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা থেকে সংগৃহীত মতামত পর্যালোচনা করা ও পরবর্তী কর্মোদ্যোগের দিক নির্দেশ করা।

জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রস্তুতি ঃ

আমাদের রাজ্যে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদে (এস. সি. ই. আর. টি) কেন্দ্রীয় জনসম্পদ শিক্ষা প্রকল্পের (NPEP) অঙ্গ হিসাবে একটি উপদেষ্টা পর্ষদ বা Advisory Board গঠিত হয়েছে। এই পর্ষদে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও উচ্চমাধ্যমিক পর্ষদগুলির সভাপতিগণ ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন এবং জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা পুস্তিকার বিষয়সূচী ও বিন্যাস পরিকল্পনার খসড়া করেন। যে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর কথা এই পুস্তিকায় বলা হয়েছিল সেগুলি হল — দলগত আলোচনা, চিত্র ও পোস্টার অংকন, ভূমিকা অভিনয়, বিতর্ক, নাটক, প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি। নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হল —

বিষয়বস্তু ঃ **লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন**

প্রস্তাবিত সহপাঠক্রমিক কাজ	প্রস্তাবিত বিষয়ের একটি দিক
১। প্রবন্ধ রচনা	ক) মহিলাদের কর্মসংস্থান খ) সমাজে নারীর ভূমিকা
২। বিতর্ক	বর্তমান সমাজে মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়
৩। নাটক	'চণ্ডালিকা'-র প্রথম অংশ।

এইভাবে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষার যে মূল ভাবনাগুলিকে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হল, সেগুলি —

১। জনসংখ্যা এবং ধারণযোগ্য উন্নয়ন

২। লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন

৩। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ঃ জনসংখ্যা পরিবর্তন ও জীবনমানের প্রধান নির্ধারক

৪। জীবনশৈলী শিক্ষা ও দক্ষতার বিকাশ।

বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা নির্বাচন

সারা রাজ্যে জনসম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষার বিষয়গুলি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমস্ত শহরাঞ্চল বা গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলিতে এই জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের আহ্বান জানানো হয়। এই কর্মসূচীর রূপায়ণ সুনিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পর্ষদগুলিকে অনুরোধ জানানো হয় এবং সমস্ত জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) দপ্তরে এই সপ্তাহ পালনের নির্দেশ ও পুস্তিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাস্তবিকভাবে শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ

এই কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন সুনিশ্চিন্ত করার জন্য সমস্ত জেলাগুলির জেলা পরিদর্শক (মাধ্যমিক) এর অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হয় ও তাদের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিতে এই পুস্তিকা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। তথ্য ও তাদের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি 'ফীড ব্যাক শীট' বা মন্তব্য সংগ্রহের সমীক্ষাপত্র পুস্তিকাগুলির সঙ্গেই পাঠানো হয়। বিভিন্ন অনিবার্য বাধা ও অসুবিধার কারণে সমস্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলি একই সময়ে এই সপ্তাহ পালন করতে পারে নি। কয়েকটি জেলায় কিছু বিশেষ সমস্যা হয় যেমন- বাঁকুড়া, বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং শিলিগুড়ি (শিক্ষা-জেলা)। খুব কম মতামত পাওয়া গেছে বীরভূম ও দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে। সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া গেছে উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া এবং কলকাতা থেকে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০০টি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল পর্যালোচনা করা হল।

পর্যালোচনা ঃ

জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের তথ্যাদি পরিবেশন

সারণি — এক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্তর			শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ			শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঞ্চল	
	অষ্টম	দশম	দ্বাদশ	বালক	বালিকা	সহ	গ্রাম	শহর
২০০	১৪%	৪৭.৫%	৩৮.৫%	১৫%	২৫%	৬০%	৬৮%	৩২%

উপরের সারণীতে যে তথ্য পাওয়া যায় যে তা থেকে বলা যায় যে ৬৮ শতাংশ গ্রামাঞ্চলের এবং ৩২ শতাংশ শহরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এই জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

ঐ সারণী থেকে আরো জানা যায় যে, সহশিক্ষামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সবচেয়ে বেশি উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া বালক ও বালিকাদের তুলনা করলে বলা যায়, বালিকাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের প্রবণতা বেশি দেখা দিয়েছে। একইভাবে, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মাধ্যমিক বা দশম শ্রেণি পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই সপ্তাহ পালন করার খবর বেশী জানা গেছে। এর অপর একটি ব্যাখ্যা হল কেবলমাত্র উচ্চ প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যায় কম।

সারণি — দুই

সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী	বেশি আগ্রহ দেখা গেছে	মধ্যমমানের আগ্রহ দেখা গেছে	কম আগ্রহ দেখা গেছে
বিতর্ক	২১	৪৫	৩৪
প্রশ্ন-উত্তর	৫০	৩৭.৫	১২.৫
প্রবন্ধ রচনা	২৩	৪৪	৩৩
চিত্র / পোস্টার অংকন	৪৪	৩৪	২২
সাংস্কৃতিক বা নাটক / ভূমিকা অভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠান	৪৫	২৭	২৮

মাদ্রাসা এবং বিদ্যালয়গুলি স্বাধীনভাবে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী নির্বাচন, পরিকল্পনা ও প্রণয়ন করেছিল এবং একাধিক সহপাঠক্রমিক কাজের আয়োজন করেছিল। প্রশ্নোত্তর বা Quiz, চিত্র ও পোস্টার অঙ্কন এবং নাটক, ভূমিকা অভিনয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সর্বাধিক আগ্রহ ও অংশগ্রহণ দেখা গেছে। অপরদিকে বিতর্ক ও প্রবন্ধরচনায় মধ্যমমানের আগ্রহ দেখা গেছে।

সারণি - তিন

সহপাঠক্রমিক কাজ	আয়োজক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	স্থান
বিতর্ক	২০০	১
প্রবন্ধ রচনা	১৯৫	২
প্রশ্ন উত্তর	১৯০	৩
চিত্র/পোস্টার অঙ্কন	১৭৩	৪
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	১৮৯	৫

আগ্রহের নিরিখে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গ্রহণীয়তা দেখা গেছে। এই তৃতীয় সারণীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকল্পনায় কোন কোন সহপাঠক্রমিক কাজ অধিক গুরুত্ব পায় তা জানা যায়। যেমন, বিতর্ক সর্বাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধ রচনা ও প্রশ্ন-উত্তর প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণের আয়োজনের ভিত্তিতে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভূমিকা অভিনয়, নাটক গুরুত্বের বিচারে চতুর্থ স্থানে আছে। সবচেয়ে কম অনুষ্ঠিত হয়েছে চিত্র ও পোস্টার অঙ্কন।

চিত্র ও পোস্টার অংকনে কাগজ বা বোর্ড, রঙ পেনসিল, কুপন, রং তুলি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং এটি এমন এক সহ-পাঠক্রমিক কাজ যা সময় ও ব্যায়সাপেক্ষ। নাটক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও আর্থিক সহায়তা দরকার , যার অভাব স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যই শতকরা অংশগ্রহণের নিরিখে চিত্র ও পোস্টার অংকন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এগিয়ে থাকলেও সার্বিক অংশগ্রহণ গুলি যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান পেয়েছে।

অন্যদিকে, বিতর্কসভা বা প্রশ্ন উত্তর প্রতিযোগিতা স্বল্প আর্থিক সহায়তা বা তা ব্যতিরেকেই আয়োজন করা যায়। এক্ষেত্রেও বিতর্ক, প্রবন্ধ রচনা ও প্রশ্নোত্তর সামগ্রিকভাবে অংশগ্রহণের নিরিখে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো পুস্তিকায় মন্তব্য সংগ্রহের সমীক্ষাপত্র ছিল এবং বিদ্যালয় প্রধানদের কাছে খোলামনের মতামত চাওয়া হয়েছিল - 'জনসম্পদ শিক্ষা বিষয়ক সপ্তাহ উদযাপন' বিষয়ে। এক বা একাধিক মন্তব্য সমন্বিত যে সমীক্ষাপত্র রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদে এসেছে, সেখানে কিছু মন্তব্য আছে যা সাধারণভাবে অনেকের কাছ থেকে পাওয়া গেছে, কিছু মন্তব্য খুবই স্বতন্ত্র। মন্তব্যগুলির ধরণ ও শতকরা কতবার পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে একটি সারণী দেওয়া হল।

সারণি - চার

ক্রমিক সংখ্যা	মন্তব্য	শতকরা কতবার পাওয়া গেছে
১।	জনসম্পদ শিক্ষা বিষয়ে সামগ্রিক সচেতনতা আনতে হবে।	২০
২।	জনসম্পদ শিক্ষা বিষয়ে সহপাঠক্রমিক কাজ করতে গেলে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।	৫
৩।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো দরকার।	৪
৪।	কমপক্ষে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত করে এরকম অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।	২
৫।	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের তৎপরতা ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন।	৬
৬।	জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সপ্তাহ পালনে দলগত কর্মসূচী আয়োজন হওয়া দরকার, তবেই সাফল্য সম্ভব।	৪
৭।	প্রতিবছর নিয়মিতভাবে জন-সম্পদ শিক্ষা বিষয়ে সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।	২৪
৮।	সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শ্রেণি অনুসারে বিন্যাসের পরিকল্পনা করলে ভাল হয়।	২
৯।	এই বিষয়ের উপর আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতা এবং সকল শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দিলে ভাল হয়।	৩
১০।	এই বিষয়ে সচেতন করতে হলে এলাকার সার্বিক আর্থিক সংস্কার ও উন্নয়ন দরকার।	১৪
১১।	পাঠক্রমের মধ্যেই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে অর্ন্তভুক্ত করলে ভাল হয়।	৪
১২।	শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করলে ভাল হয়।	৬
১৩।	সরকারী স্তর থেকে এই বিষয়ে নির্দেশ জারি করলে ভাল দল পাওয়া যেতে পারে।	২
১৪।	জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সম্পর্কে স্থানীয় ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা-এদের যুক্ত করলে ভাল হয়।	৪

উপরের মন্তব্য তথা পরামর্শ থেকে সবচেয়ে বেশিবার পাওয়া গেছে এমন মন্তব্য হল তিনটি যথাক্রমে ৭নং, ১নং ও ১০নং। জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা বিষয়ে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিত বিষয়টি নিয়ে প্রতিবছর কর্মসূচী নেওয়া এবং সামগ্রিকভাবে এলাকার আর্থিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উঠে এসেছে। এছাড়া যে মন্তব্যগুলি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া গেছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

১। জনসম্পদ শিক্ষা বিষয়ে ভ্রাম্যমান শিক্ষা শিবির করা যেতে পারে।

২। জনসম্পদ শিক্ষা বিষয়ে শিখন-পঠন সামগ্রী সরবরাহ করলে ভাল হয়।

৩। জনসম্পদ শিক্ষা বিষয়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে নজর ও সচেতনতা প্রয়োজন।

৪। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী করালে ভাল হয়।

শেষের কথা

খুবই সীমিত সময়ের প্রস্তুতিতে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলিতে একই সময়ে জনসম্পদ শিক্ষা বিষয়ক সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। স্বভাবতই কিছু অসুবিধা যেমন-রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিদ্যালয়গুলিতে যোগাযোগের সমস্যা, অথবা যে বিদ্যালয় বা মাদ্রাসাগুলিতে সপ্তাহ পালন করা হয়েছে তাদের অনুষ্ঠানে নিজেরা জড়িত হতে না পারার সমস্যা ইত্যাদি এড়ানো যায় নি। তবু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে প্রতিবেদনগুলি পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে কয়েকটি পদক্ষেপ ভবিষ্যতে গ্রহণ করা সম্ভব। যেমন ঃ-

১) আগামী বছরে আমাদের কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা সুবিধেজনক হবে।

২) বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাসের বিষয়ে যা জানা গেছে; তা পরবর্তী কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়ক হবে।

৩) প্রাপ্ত মন্তব্যগুলি রাজ্যস্তরীয় জনসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা পর্ষদের সভায় পেশ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার পর্ষদগুলিকে তা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেবার অনুরোধ জানানো হবে।

সর্বোপরি আশা করা যায় এইভাবে আগামী প্রজন্মের কাছে জনসম্পদ ও তার সঠিক মূল্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হবে।

"..... ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে, কোনো অংশ তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত, তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়ে যায়। কারণ সে বিশুদ্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার শিলমোহরের স্বাক্ষর আছে, এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বাশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে, আর ধর্ম সম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে-উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেকেনা এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ - পঃ বঃ সরকার, একাদশ খণ্ড-প্রবন্ধ ধর্মশিক্ষা, পৃঃ ৬০৮-৬০৯)

"In these lines, the great thinker wants to caution that any attempt to forcibly mix acquisition of knowledge with religious instruction is tantamount to indulging in either folly or hypocrisy. This is because, whereas wisdom is acquired through experience of the world, religions depend upon perennial faith within its domain. Such faith in religion is derived from its claim that all its scriptures are supported by the approval of the Almighty, and hence cannot admit that its code of law can, by any means, be inadequate or erroneous, because that would demolish its dominance."

From the Report of the School Education Committee, Govt. of W.B. (2001-03), Page-51

SCERT (WB)

NEWSLETTER

Report of NPEP, SSA-DPEP and other activities of SCERT (WB) during 2005-06

A) National Population Education Project Activities

The Population Education Project being funded by the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) began in West Bengal in early 1984 through the NCERT. The Project was being implemented as an educational Project for Human Resource Development from 1984 to 2002 in West Bengal at the Secondary and Higher Secondary stages. This programme acquired significance for attainment of better quality of life through School education. During this long period several workshops and programmes were organized by the Population Education cell of the SCERT (WB).

The UNFPA funding for the project was stopped w.e.f. 31.12.2002 vide letter F.No. 5-3/02/DESSH/PEP/1230 dt. 07.10.2002. The Project was then taken up by NCERT vide F. No. 5-4/03/DESSH/PEP/2002 dated 23.01.2004, as a Centrally Sponsored Scheme titled "Quality Improvement in Schools". The major thrust areas of the Project in its reconceptualised form are:

a) Population and sustainable development

b) Gender equality and equity for empowerment of women

c) Adolescent Reproductive Health

d) Family: socio-cultural factors and quality of life

e) Health and Education: key determinants of population

f) Population, urbanization and migration.

In 2005-06 many activities have been taken up at SCERT (WB), which is the state level implementing agency of the Project. These may be enumerated as follows:

1. Development of Training Materials

Two workshops were organized to identify the specific areas for translation of the NCERT draft manual on Population Education. The first one was held on 12.07.2005. It also marked the celebration of the World Population Day. It was inaugurated by Sri Kanti Biswas, Hon'ble MIC, School Education & Madrasah. Many eminent educationists and teachers of the state participated in the workshop.

The second workshop was held on 05.10.2005 where experts in the different fields of Population Education advised on the portions of the issues discussed in the draft NCERT manual to be edited prior to their translation.

The translation of the edited material is complete and the publication of the manual is in progress.

2. Publication of Material for Teacher Orientation

SCERT (WB), under the aegis of the Advisory Board on NPEP, published a Teachers' Orientation Manual on Life-style Education in Bengali. The manual focused on the basic tenets of this education, the different life-skills and their development, especially among adolescents, through cocurricular activities.

3. Meetings of the Advisory Board

A thirteen-member state level Advisory Board with Professor Ranju Gopal Mukherjee as President was set up by School Education Department, Govt. of West Bengal, in December 2004 to monitor the implementation of the Project in the state. The Board meets from time to time to determine and approve the Plan of Action to be undertaken by SCERT with regards to NPEP. Five meetings of the Board have taken place during the year in which important decisions were taken regarding the various aspects of the Project.

4. Circulation of Publicity Materials for Observing Population Education Week

In an effort to disseminate the concepts of Population Education through cocurricular activities with special emphasis on Life-style Education, SCERT (WB) planned to celebrate Population Education Week from 11-17 July 2005 in all the secondary schools and Madrasahs of West Bengal. This programme was carried out in collaboration with West Bengal Board of Secondary Education and West Bengal Board of Madrasah Education. For this purpose, booklets in Bengali and English were published by SCERT (WB) and distributed in all the educational institutions. Many schools organized activities accordingly. Some of these schools were visited by SCERT faculty.

5. Publication of Journal

The Advisory Board on NPEP activities decided to publish a bilingual (in English and Bengali) journal. The journal, named 'Pratyay' would contain erudite write-ups on the different aspects of Population Education by eminent persons in the respective fields. The first issue was released on 4th October 2005 by the Hon'ble MIC, School Education & Madrasah. The second issue has been published in March 2006.

The NPEP Newsletter of SCERT (WB) forms a part of the journal.

6. Preparation of draft syllabus in Life Science

The President, West Bengal Board of Secondary Education, requested SCERT (WB) to prepare a draft syllabus in Life Science by incorporating the relevant physiological discussions in the context of Life-style Education for classes VIII to X.

Accordingly an Expert Committee comprised of schoolteachers, professors and representatives of WBBSE was formed which carefully went through the prescribed syllabus for the abovementioned classes and identified the specific entry points for their suggestions.

The recommendations of the Expert Committee, after being approved by the Advisory Board on NPEP, have been forwarded to the Board for necessary action.

B) OTHER IMPORTANT ACTIVITIES OF SCERT (WB)

SCERT (WB) is a Post-graduate Research & Training Institute under the Department of School Education, Govt. of West Bengal, set up with the aim of carrying out training and research in different areas of school / teacher education. The major activities taken up at SCERT (WB) since April 2005 in this context are listed below:

1. Academic sub-committee of SCERT (WB)

An Academic sub – committee has been formed at SCERT by the School Education Department (Vide G.O. No. 732-SE (Pry.) / SCERT-7/05 dated 26.07.2005) under the Chairmanship of Prof. Bhabesh Moitra to discuss and ratify various project proposals of the organization. The four meetings of the Academic sub-committee were held on 26th August, 30th September, 5th December 2005 and 24th February 2006 respectively.

2. Building sub-committee of SCERT (WB)

A Building sub – committee has been formed at SCERT by the School Education Department (Vide G.O. No. 1078-SE (Pry.) / SCERT-6/2004 dated 30.09.2005) under the Chairmanship of Special Secretary, School Education Department, to discuss the strategies regarding construction of composite building of SCERT and SIEMAT. The four meetings of the Building sub-committee were held on 22nd November 2005, 17th January, 6th February and 13th March 2006 respectively.

3. Research / Development / Training / Extension Activities under SSA-DPEP:

1. **Title of the Project :-** ***Activity-based Mathematics teaching-learning in the classrooms (DPEP fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To evolve a new method of making Mathematics teaching-learning more meaningful and enjoyable. 2. To identify learning difficulties in Mathematics at primary and upper primary levels. 3. To suggest remedial measures.	State level: 1. A Core group was formed. 2. Four Meetings of the core group were held. 3. Resources have been procured centrally at SCERT (WB) to demonstrate the activities of Mathematics. 4. Drafting of the proposed manual on Mathematics teaching –learning is in progress. 5. A meeting was held with all the DIET Principals and the present status of the project was discussed. District level: 1. First district level workshop was held at DIET, Paschim Medinipur. 2. Further planning has been done for conducting five more workshops in the districts. Draft manual is under preparation and the project will be continued next year.

2. **Title of the Project :-** ***Design and development of hands-on activity-based Science teaching materials and publication of manuals for Primary and Upper Primary teachers (DPEP fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To make science teaching-learning more interactive and application oriented. 2. To help students relate science to life. 3. To promote learning by doing. 4. To help establish science laboratory with simple improvised kits in each school. 5. To encourage students to undertake projects on different topics.	1. 4 meetings were held with representatives from West Bengal Board of Secondary Education, West Bengal Board of Primary Education, Paschim Banga Bijnan Mancha, Bangiya Bijnan Parishad, All India Science Teachers' Association, All India Physics Teachers' Association, Science Communicators' Forum and other experts in related subjects. 2. The experts designed some experiments with low cost TLMs in Physical Science, Life Science and Geography for classes VI-VIII as per WBBSE syllabi and these were collected at SCERT (WB). 3. A common format for the presentation of the experiments in the manual was developed at SCERT. 4. A one-day district workshop was organized in 9 DIETs where more experiments designed for primary and upper primary classes were collected. 5. These activities developed at SCERT are now in press and will be published shortly in the form of a manual. 6. The Project will be continued next year.

3. **Title of the Project :-** ***Training of Shiksha Samprasaraks / Samprasarikas of MSKs in collaboration with Paschim Banga Rajya Shishu Shiksha Mission involving the DIETs (SSA fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
To provide support to the Samprasaraks / Samprasarikas for effective transaction of Upper Primary syllabus (classes VII and VIII) at MSKs. (MSKs are established under EGS by the Panchayat & Rural Development Department, Government of West Bengal.	Several collaborative activities have been completed e.g. involving DIET & SCERT faculty with PBRSSM to conduct training programmed, with manuals for classes V and VI on English and Science/Maths for the MSK Samprasaraks /Samprasarikas .The project will continue for development of manuals for VII &VIII.

4. **Title of the Project :-** ***To prepare a Concept Manual on Inclusive Education for Teachers and community in the context of UEE and strategies for awareness development (SSA fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
A concept manual on Inclusive Education for community members in general so that a realistic idea can be formed about legal rights and facilities available for special children.	Field level implementation for providing additional facilities has already been started through SSA. Some case studies were requested from District SSA officials. Only 20 case studies have been received from four districts (Bankura, Birbhum, Malda and South 24 Parganas). Heads of the National Institutes were also requested to provide write-ups on Inclusive Education. The project will be continued next year.

5. **Title of the Project :-** ***Study of availability of educational facilities to primary school students in Canning – I blocks of South 24 Parganas (DPEP fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To find out how far the facilities provided by the Government reach the schools. 2. To find out how far the target groups are willing and able to avail these facilities. 3. To find out the factors responsible for the variation at the two stages mentioned above. 4. To formulate and recommend remedial measures to bridge the gaps, both objective and subjective, so as to ensure greater enrolment and retention.	1. Literature related to the above project was studied and relevant data were collected from DPO office (South 24 Parganas). 2. Field visits were conducted to Canning – I block on 07.11.2005, 02.12.2005 and 12.01.2006 for carrying out the survey work. 3. For this, 5 sets of questionnaire were prepared and administered on Head teachers, community members, parents, teachers and students in Ghutiarisharif circle of Canning – I block. 4. Raw data thus obtained have been organized and are under the processes analysis. 5. An Interim Report has been prepared in which analysis of only the responses of the Heads of the Institutions have been considered. 6. The final report will be submitted after analysis of all the collected data is complete.

6. Title of the Project :- ***Study on 'out of school girls', 'girls with low attendance' and 'girls with low levels of achievement' at Primary level (DPEP fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To identify the target group in one block of North 24 Parganas. 2. To find out the reasons for drop out, low achievement and low attendance of each target group. 3. To mobilize community support on this issue.	1. In-house preparation of questionnaires and plan of activities. 2. Questionnaire for the Headmaster /Teacher-in-charge was given on 21.12.2005 and collected through the S.I. office on 14.01.2006. 3. Questionnaires for students, community members and parents were given to the enumerators (selected by S.I., Sandeshkhali) on 14.01.2006 at the CLRC office. 4. Analysis of data collected from the Headmasters is at its initial stage.

7. Title of the Project :- ***Assessment of educational needs of children belonging to SC/ST /minorities and for children with disabilities in selected blocks of Jalpaiguri district (SSA fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To assess the educational needs of the target group. 2. To suggest classroom innovations and other interventions suitable for the target group. 3. To suggest measures for involving the community in general and parents in particular for providing necessary educational support to these children.	1. Survey schedules for 4 target groups, viz. VEC members/ Head teachers of the primary and upper primary schools / Parents and students were prepared. 2. Two workshops were held for finalisation of survey schedules and selection of the methodology for conducting the survey. 3. Five blocks of Jalpaiguri district were selected. One district level and 5 block level workshops were held for training of the enumerators. 4. The data collected have been tabulated both manually and on computer. 5. The data available from the responses of 4 target groups have been analysed. 6. One research paper titled 'Community Awareness Towards Education: A Case Study from West Bengal' based on the analysis of the responses of VEC members, was presented in a Regional Seminar organized by DEP-SSA, IGNOU at Hyderabad on 22-23 March 2006. 7. A one-day workshop was held at DIET, Belakoba on 29.03.2006 involving experts from North Bengal University and the district to share the findings of the survey and to collect their opinion. 8. Draft Report on the survey work has been prepared.

8. Title of the Project :- ***Celebrating International Year of Physics, 2005 (IYP '05) – SSA fund.***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To build awareness on Physics among school children. 2. To correlate Physics with day-to-day experiences. 3. To create interest in Physics. 4. To encourage independent thinking.	1. A formal approval to this project from School Education Department came in the G.O. no. 1244-SE (Pry)/SCERT-7/05, dated 09.12.2005. 2. Organisations like All India Science Teachers' Association (AISTA), West Bengal Board of Madrasah Education (WBBME) and DIETs collaborated with SCERT (WB) in the observance of IYP '05 in the state. 3. 16 of the 20 designated centres of WBBME have conducted activities for observing IYP'05. These Madrasahs involved most of the neighbouring schools and other madrasahs in their observance. 4. AISTA has designated 20 centres for observance of IYP '05. 17 of those centres have conducted the activities on IYP '05 involving children from neighbouring schools. 5. Five DIETs at Malda, Nadia, 24 Pgs. (N), Bankura and Paschim Medinipur have been centres of activities on IYP'05. Mostly the neighbouring schools, and in case of Nadia DIET, several schools from the entire Haringhata block were involved in the observance. 6. Several events at different activity centres of WBBME, DIETs, etc. were reported in the local newspapers. 7. By advocacy through DPOs, DIs (sec.), WBBSE and WBBME, the project guidelines were circulated to all the secondary schools of West Bengal. 8. A Project Report is going to be published on activities taken up under IYP'05.

9. Title of the Project :- ***Use of Radio in teaching learning of English language at the Primary and Upper Primary levels in the state of West Bengal (DPEP fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To develop radio scripts for English language teaching-learning and acquisition through the functional communicative approach.	1. An Expert Group was formed. 2. Two workshops were organized. 3. The workshops identified 21 spots where radio can intervene and subsequently scripts were developed. 4. 15 practicing teachers were selected as broadcasters.

Objectives of the Project	Project Activities
2. To popularize English language teaching-learning through functional communicative approach.	5. The recording and editing of radio scripts was done at the studio of Rabindra Bharati University, Jorasanko Campus. 6. The recorded and edited scripts were submitted to the Station Director, AIR, Kolkata on 18.01.2006. 7. The programme was on air at Kolkata – A and Siliguri centres from 9.30-9.45 p.m. every Monday, Wednesday and Friday (6th February to 24th March 2006). 8. A meeting for getting feedback from participants was organized on 16.03.2006. 9. The total experience was included in a paper titled 'Radio: An Old Resource for New Tasks' and presented in a National Seminar organized by DEP-SSA, IGNOU at New Delhi on 28-29 March 2006. 10. The final report containing the proceedings of the two workshops, the scripts that were broadcast and the analysis of the feedback received, will be published shortly.

10. Title of the Project :- ***Twenty-five Years of Research in School Education: The Scenario in West Bengal (SSA fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To take note of the titles (areas), methodologies and findings of these research studies. 2. To prepare a compendium of research studies in school education for making relevant information available at a glance. 3. To strengthen the link between Higher Education and School Education.	1. About 150 titles have been collected through internet browsing and actual visits to the libraries of 5 universities out of 8. The visited universities include Calcutta University, Kalyani University, North Bengal University, Rabindra Bharati University and Visva Bharati. 2. Abstracts of about 65 relevant titles (upto 1992) were collected from 3rd, 4th, and 5th surveys of Research in Education published in NCERT. 3. The final report in the form of a document will be published soon.

11. Title of the Project :- ***Study of data on School Education in West Bengal available from different sources (SSA fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To study the extent to which data from different sources agree. In case they do not, to find the degree of disagreement. 2. To conduct a pilot survey to investigate the reasons for such disagreement. 3. To suggest remedial measures.	Four districts, namely, Jalpaiguri, Bardhaman, Nadia and North 24 Parganas, were identified where there was a significant difference between the latest data regarding primary schools as provided by SSA and 7th AISES. Correspondences were made with DPSC chairmen of these districts through DSE for obtaining the number of primary schools. Out of the four districts only one district – Nadia, has sent the required information. The project has been discontinued as of now.

12. Title of the Project :- ***Academic support to DIETs and PTTIs (SSA fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To induct DIETs and PTTIs in the area of action research 2. To attain faculty development of DIETs and PTTIs in the areas of educational technology, educational psychology and innovative teaching practices.	1. A state level workshop titled 'Action Research in the context of UEE: Role of DIETs / PTTIs' was conducted at SCERT on 23.06.2005. 2. Vikramshila, Wipro, and SCERT co-facilitated a workshop on Action Research at SCERT on 02.07.2005. 3. First district level workshop on action research was held at DIET, North 24 Parganas on 10-11 November 2005. 4. The second such workshop was held at DIET, Paschim Medinipur, on 19-20 January 2006. 5. All materials from the contributors on various topics in action research are being collected at SCERT. 6. Four more district level workshops are yet to be held at The DIETs in the districts of Nadia, Malda, Bankura and Jalpaiguri. These will be done in the year 2006-07 and the contents produced in all these workshops will be placed before an editorial board, and subsequently a manual on Action Research will be brought out by SCERT (WB).

13. Title of the Project :- ***Tracking mainstream students admitted in Government and Government sponsored schools of West Bengal through the system of lottery in 1995 (SSA fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
1. To find out the present status of the students initially admitted through lottery in 1995. 2. To compare the academic achievement of these students with that of children admitted through admission tests, taking result of Madhyamik Pariksha or other important exam as base. 3. To identify the point where maximum students leave Govt. and Govt. sponsored schools and to find out reasons thereof.	1. A Core Committee was set up. 2. Information Schedule was developed at SCERT. 3. The schedule was finalised in a workshop organized on 29.08.2005 that involved Head Masters / Head Mistresses of Govt. and Govt. sponsored schools. 4. The schedule was distributed to the 26 Govt. and 20 Govt. sponsored schools within 15th September. 5. 20 Govt. and 10 Govt. sponsored schools have sent in the filled in schedules. 6. Analysis of the collected data is complete. 7. The final report will be submitted shortly.

14. Title of the Project :- ***Campaign Programme for ST girl children to create awareness of the available opportunities for self and wage-employment (SSA fund).***

Objectives of the Project	Project Activities
To increase awareness about different opportunities (Govt. / semi-govt. jobs, financial help, educational facilities offered by the Govt.) for girls belonging to ST category.	1. Introduction for the above project was drafted. 2. Several data were collected pertaining to the list of ST girls who have successfully cleared the i) Madhyamik Examination for the last ten years ii) Madrasah Examination (1995-2005) iii) Higher Secondary Examination (2003-05) 3. Information was collected from Paschimbanga Tapsili Jati O Adibasi Unnayan Bitto Nigam and also from Backward Class Welfare Directorate. The project will be discontinued as of now.

4. Environmental Education:

The Ministry of Environmental & Forests, GOI, supported by the World Bank has taken up the Indian Environment Management capacity Building Project. SCERT (WB) was chosen as the state level-implementing agency. The Research Fellow in Life Science took active part in "International GLOBE: Train-the-trainers" Workshop at Himachal Pradesh University, Shimla on 11-19 April 2005.

The Research Fellows in Chemistry and English presented a paper in the seminar on "Environmental Education and Creative Thinking" at Siliguri B.Ed College on 19th April 2005. The Director chaired a session in that seminar.

On 6th June 2005, SCERT has organized a state level consultation on "Environmental Education at School Level: Preparation of Teacher Education Institutions." Teacher educators of CTEs, DIETs and PTTI s took active part in the consultation.

5. National Level Mid-term Achievement Survey at the end of Class V

The survey has been undertaken by NCERT at the national level with SCERT (WB) as the state level nodal agency. The Survey was completed within the month of March. The DIETs served as the district headquarters for conducting of the Survey. The tests were conducted on 3 subjects, viz. Language (Bengali/ Hindi), Mathematics and Environmental Science. About 4500 students from 300 schools of 10 districts (30 schools from each district and 15 students from each school) took part in the test.

6. SCERT & DIETs:

It has been decided that SCERT will coordinate the academic activities in the DIETs and provide essential support as and when necessary. The DIETs participate in various SCERT activities at the district level such as:

- SCERT (W.B) is at present doing the data analysis of the survey in 5 blocks of Jalpaiguri district in order to assess the educational needs of SC/ST/ minority children and also of children with special needs. DIET Belakoba, Jalpaiguri, is acting as the district center on behalf of SCERT (WB),
- The DIETs are actively participating in training of MSK Samprasaraks. DIET Banipur and DIET Belakoba have taken active and leading roles in this regard.
- To provide academic support and to induct DIETs/ PTTIs in the area of action research, to attain faculty development of DIETs and PTTIs in the areas of educational technology. Psychology and innovative teaching practices SCERT has taken a special project and organized a workshop on 23.06.2005 at SCERT (WB). The project would prepare manuals on the different areas of action research by commissioning. District level workshops are on the anvil to facilitate the preparation of manuals.

- On 30th April 2005,SCERT (WB) organized a workshop on " Implementation Education for All in the districts: a challenge for DIETs".
- Workshops on "Activity-based Science Teaching for Primary & Upper Primary Classes" were organized in 9 DIETs in the months of February and March 2006.
- The Principals of DIETs and PTTIs have also participated in the discussion on "Programme in Schools", organized by Vikramshila Educational Resource Society and Azim Premji Foundation at SCERT (W.B) on 2nd July 2005.
- The DIETs acted as the district centres for conducting of Achievement Survey at the end of class V.

A
COMMENT
ON
PRATYAY

"The Constituion of India guarantees equality of status and opportunity to all citizens. Continued exclusion of vast numbers of children from education and the disparities caused through private and public school systems challenge the efforts towards achieving equality. Education should function as an instrument of social transformation and an egalitarian social order."

– National Curriculum Framework, 2005, Page – 7

"Globalisation and the spread of market relations to every sphere of society have important implications for education. On the one hand, we are witnessing the increasing commercialisation of education, and, on the other hand, inadequate public funding for education and the official thrust towards 'alternative' schools. These factors indicate a shifting of responsibility for education from the state to the family and the community. We need to be vigilant about the pressures to commodify schools and the application of market-related concepts to schools and school quality."

– National Curriculum Framework, 2005, Page – 9

Dr. Trilok N. Dhar
A-60, Yojana Vihar,
Delhi 110 092

Telephone : 2215 5032

Dear Dr. Dey,

Thank you very much for your letter no. 309/50/PEP dated October 31, 2005. It was indeed very kind of you to send to me a copy of your journal Pratyay. I enjoyed going through the various papers/articles published in the journal. They have been very educative in my case. I am sure that under your leadership and with the assistance of your very able colleagues, the journal will prove to be very valuable for those who work in the area of population education. My good wishes will always be there with you.

It was indeed a pleasure to meet you recently and listen to your experiences and thoughts on the role of RIEs and of NCERT in general in relation to the needs of the states and state level institutions. I do hope that the central and the state governments will seriously consider the possibility of strengthening SCERTs. With proper resources, autonomy and leadership they can be significant institutions in promoting access, quality and relevance of school education.

With warm regards,

Yours sincerely

(Trilok N. Dhar)

Dr. Rathindranath Dey,
Director
State Council of Educational
Research and Training, Kolkata

